

দারুল উলূম দেওবন্দের মাওকিফ ও তার শরঈ ব্যাখ্যার আলোকে

মাওঃ সাআদ কান্কালাভীর মতাদর্শ

ও

উম্মাতের করণীয়

গ্রন্থনায় : মুফতি গোলামুর রহমান

দাওরায়ে হাদীস ও ইফতা : দারুল উলূম, দেওবন্দ, ভারত।

মুহতামিম : ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা।

পেশ ইমাম : বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমণি, খুলনা।

সম্পাদনায় : মুফতি আঃ শাকুর যশোরী

নায়েবে মুহতামিম, ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া

মাদরাসা। মোবাইল : ০১৮৬৪-১৩২৭৮৭

সহযোগিতায় : মাওলানা মাসুম বিল্লাহ

নাজেমে তা'লীমাত, ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা।

মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খান

মুফতি আঃ শাকুর গোপালগঞ্জী

মুফতি আসাদুল্লাহ

মুফতি সাআদ বিন মুস্তাক

শিক্ষকবৃন্দ, ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা।

মোঃ আজাদ হোসেন

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা।

প্রকাশনায়: আল-ইমদাদ ফাউন্ডেশন

ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা।

সাআদ কান্কালাভীর মতাদর্শ

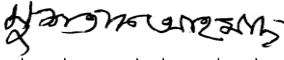
গ্রন্থনায়	মুফতি গোলামুর রহমান
প্রকাশনায়	আল-ইমদাদ ফাউন্ডেশন □ ফুলবাড়ীগেট, খানজাহান আলী, খুলনা। ☎ : ০৪১ ৭৭৪৩৩৬ 📠 : ০১৮৬৪১৩২৭৮৭
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর- ২০১৮ ঈসাদ, জিলহজ্জ- ১৪৩৯ হিজরী
সর্বস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র

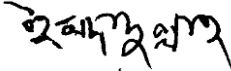
ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালামের পর আকাবির ও আসলাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে আকাবিরে দেওবন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তাঁদের দ্বীনী খেদমত শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তাঁদের খেদমতে আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব উপকৃত। দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী খেদমত যেমন সারা দুনিয়াতে সমাদৃত। ঠিক তেমনিভাবে আকাবিরে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের খেদমত শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয় বরং তার বিচ্ছুরিত আলোয় উজ্জ্বলতা লাভ করেছে আঁধারে নিমজ্জিত সমগ্র দুনিয়া। অতীব দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহর দ্বীন-ঈমানের কল্যাণে প্রায় শত বৎসর যাবৎ নিঃস্বার্থ শ্রম ও অর্থ ব্যয়কারী সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ মুবারক জামাতটি আজ একজন ব্যক্তির আপত্তিকর কর্মকাণ্ডের কারণে দ্বিধাবিভক্ত। মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে দারুল উলূম দেওবন্দ তার দ্বীনী দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় শত বাঁধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে মুসলিম উম্মাহর রাহবরী করে চলছে অব্যাহত গতিতে। এহেন মূহুর্তে তাবলীগ জামাতকে দ্বীনের সঠিক ধারায় অবিচল রাখতে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানকে সমর্থন করা এবং অবস্থান প্রকাশপত্রে প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা **عَاوُذُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْإِقْوَى** তথা তাকওয়া ও নেকীর কাজে সহযোগিতা করা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ পালনের চাহিদা ও সময়ের দাবী। (ছুরা মায়েরা-২) তাই তাবলীগ জামাতের চলমান পরিস্থিতিতে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের করণীয় নির্ধারণে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান প্রকাশপত্রের অনুবাদ, মাওঃ সাআদ সাহেবের যেসকল আপত্তিকর আকীদা-বিশ্বাস ও উক্তিসমূহ তাতে তুলে ধরা হয়েছে তা কেন কুরআন-ছুরাহ পরিপন্থী সে বিষয়ের কিছু ব্যাখ্যা এবং মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজু সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিবেদনের অনুবাদ ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের খেদমতে পেশ করছি। আশা করি, ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমান তাদের করণীয় সম্পর্কে কিছুটা দিকনির্দেশনা পাবে। আর উলামায়ে কিরামের জন্যও তাদের রাহবরির কাজে সহযোগিতা হবে। খুলনার কিছু বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের নির্দেশ এবং বন্ধু-বান্ধব ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের আন্তরিক চাহিদা আমাকে এ কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। এ সামান্য মেহনত উলামায়ে কিরামের খেদমতে পেশ করা হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে

প্রয়োজনীতার কথা স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ের সাথে একত্বতা প্রকাশ করেন। বরকতের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের নাম ও স্বাক্ষর নিম্নে পেশ করা হলো।



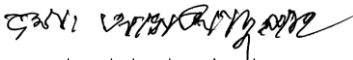
হাঃ মাওঃ মুশতাক আহমাদ
মুহতামিম, দারুল উলূম, খুলনা।



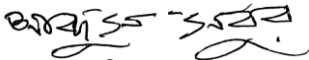
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ
শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম, খুলনা।



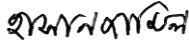
মাওলানা মাহবুবুর রহমান
মুহতামিম, সাজিয়াড়া মাদরাসা,
ডুমুরিয়া, খুলনা।



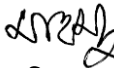
মাওলানা আসআদুল্লাহ
মুহতামিম, রায়েরমহল মাদরাসা, খুলনা।



মুফতি আঃ সবুর
মুহতামিম, বাদুড়িয়া মাদরাসা,
চকনগর, খুলনা।



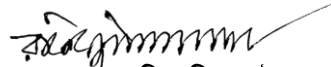
মুফতি হাসান জামিল
মুহতামিম, মাদরাসায়ে ইমাম আবু হানিফা, খুলনা।



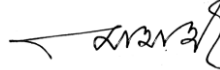
মুফতি মাহমুদ হাসান
মুহাদ্দিস, মাদানী নগর মাদরাসা, খুলনা।



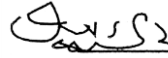
আলহাজ্জ মাওঃ রফিকুর রহমান
সদরে মুহতামিম, মারকাজুল উলূম, খুলনা।



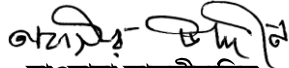
হাঃ মাওঃ মুফতি রফিকুল ইসলাম
মুহতামিম, জামালুল কুরআন মাদরাসা, খুলনা।



মাওঃ মুফতি আঃ হাই
মুহতামিম, মুহাম্মাদ নগর মাদরাসা, খুলনা।



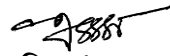
হাফেজ মাওঃ আঃ আওয়াল
মুহতামিম, গোয়ালখালী মাদরাসা, খুলনা।



মাওলানা তাফসীরুদ্দিন
বয়রা, খুলনা।



মুফতি জিহাদুল ইসলাম
মুহতামিম, উসওয়ায়ে হাসানা মাদরাসা, খুলনা।



মুফতি মেরাজ মাহমুদ
ফারুকিয়া মাদরাসা, বয়রা, খুলনা।



মুফতি হাবিবুল্লাহ
মুহতামিম, খাতুনে জন্নাত মহিলা মাদরাসা,
ফুলবাড়ীগেট, খুলনা।

সম্পাদকের কথা

রসূলুল্লাহ স.-এর অফাতের পর সময়ের দূরত্ব যতই বাড়ছে ততই তাঁর পবিত্র জবানে জারী হওয়া আখেরী যামানার সম্পর্কীয় ভবিষ্যৎবাণীসমূহের প্রকাশ ঘটছে। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে একের পর এক ফেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটছে। শিয়া, রাফেজী, বাহাঈ, কাদিয়ানী, ঈসায়ী ইসলাম, রেজভী, মওদুদী, গাইরে মুকাল্লিদ ও কবরপূজারীসহ নানা দল নানা রূপে গুমরাহীর বিস্তার ঘটছে। উম্মাতের একটি বৃহৎ অংশ তাদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে আলবেদা' জানাচ্ছে নিজেদের অজান্তেই।

রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী عليه واصله (যারা আমি ও আমার সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে তারাই হবে নাজাতপ্রাপ্ত জান্নাতী দল) হিসেবে যে সকল হক্কানী জামাত বর্তমান দুনিয়াতে কাজ করছে তাদের মধ্যে 'দাওয়াত ও তাবলীগ' নামক জামাত অন্যতম। এ জামাতের নিঃস্বার্থ ও এখলাসপূর্ণ সুশৃঙ্খল কর্মধারার বরকতে ধরণীর কোনায় কোনায় দ্বীন ও ঈমানের আওয়াজ পৌঁছে গেছে। বহু সংখ্যাক বেদ্বীন ও বদ্বীন পেয়েছে হিদায়াতের প্রত্যুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা।

তবে আজ অত্যন্ত দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে, হয় এ কি দেখছি? এ কি শুনছি? 'দাওয়াত ও তাবলীগ' নামক হক্কানী এ জামাতই আজ ফেতনাবাজ দলসমূহের কাতারে নিজেদেরকে শামিল করেছে। শুধু একটি মানুষের খেয়ালীপনার স্বীকার আজ পুরা জামাত। অত্যন্ত মুবারক পরিবারের এক সন্তান মাওলানা সাআদ কান্কালাভী সাহেবের এতাত্তের নামে তাবলীগওয়াল ভাইদের একটি অংশ আজ খুব সোচ্চার। তাদেরই হাতে আজ উক্ত জামাতের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা দানকারী ওয়ারেসীনে আশিয়া তথা উলামায়ে কিরাম নিগৃহিত হচ্ছেন। এক সময় যাঁরা তাদের দ্বীনী সমাধান গ্রহণের মাধ্যম ছিল, যাঁদের জুতা সোজা করতে পারাকে নিজেদের বরকতের কারণ মনে করতো, উক্ত উলামায়ে কিরামকেই আজ তারা স্বার্থব্বেশী, নেতৃত্বলোভী, গীবতকারী ও অকর্মী আখ্যা দিতে কুষ্ঠাবোধ করছে না।

সময়ের এ ক্রান্তিলগ্নে উম্মাতকে গুমরাহী থেকে বাঁচানোর দ্বীনী জিদ্দাদারী পালন করতে এগিয়ে এসেছেন উলামায়ে কিরামের উক্ত জামাত। দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'মাওকিফ'কে সামনে রেখে তাঁরা বয়ান, বক্তৃতা, অসাহাযী জোড় ও লেখনীর মাধ্যমে এ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

এ ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্র ফেতনায়ে আহালে হাদীস-এর অপনোদনে লিখিত আপোসহীন গ্রন্থ "সলাতুন নবী স.-এর সুযোগ্য লেখক হযরত মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান দামাত বারাকাতুহম- এর হাতে আবারো কলম উঠে এসেছে। রচিত হতে যাচ্ছে তাঁর সুনিপুণ হাতে "মাওলানা সাআদ কান্কালাভীর মতাদর্শ" নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে উঠে এসেছে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মাওলানা সাআদ কান্কালাভীর বিভিন্ন বক্তব্যের শরঈ দলীল নির্ভর ব্যাখ্যা ও এর ক্ষতিকর দিকসমূহ

সম্পাদনার জন্যে যে সুগভীর ইলমী যোগ্যতা, দূরদর্শীতা-পারদর্শীতা, ধী শক্তির প্রখরতা, কলমের নিপুণতা এবং সাহিত্যভাণ্ডারের প্রশস্ততা থাকা প্রয়োজন এ অধম সম্পাদকের তা নেই। এর পরেও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় নাগালে আসা সুযোগকে হাতছাড়া না করে হযরতের পাশে থেকে এ অমূল্য গ্রন্থটি দেখার চেষ্টা করেছি। বিষয় বস্তুর যথার্থতা ও এর দালীলিক ভিত্তির অনুসন্ধান, ভাষার সাবলীলতা ও সহজীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি নজর দিয়েছি।

আশা করি মহান আল্লাহর অপার কৃপায় গ্রন্থটি সর্বমহলে সমাদৃত হবে। সত্যাব্বেশী ও হিদায়াত প্রত্যাশি ব্যক্তিদের পিপাসা নিবারণ করবে। উলামায়ে কিরাম থেকে দূরে অবস্থানকারী মানুষদেরকে তাঁদের কাছে টেনে আনবে।

আল্লাহ আপনাকে, আমাকে ও সকলকে কবুল করুন। আমীন

মুহতাজে দুআ

মুফতি আঃ শাকুর যশোরী

সূচিপত্র

১। অবস্থান প্রকাশ সম্পর্কে জরুরী ব্যাখ্যা	০৮
২। দারুল উলুম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশপত্রের অনুবাদ	১২
৩। সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি প্রমাণিত	১৭
৪। ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রকাশ কি গীবত?	১৮
৫। মাওঃ সাআদ সাহেবের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও তার খণ্ডন	২০
৬। দ্বীনী কাজের গুরুত্বের স্তর পরিবর্তন করা	২১
৭। দ্বীনী কাজের গুরুত্বের স্তর পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতি	২৪
৮। তওবার কবুল হওয়ার জন্য খুরুজকে শর্ত করা	২৪
৯। তওবা কবুলের জন্য খুরুজকে শর্ত করার সম্ভাব্য ক্ষতি	২৭
১০। দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পর্কে তার আকীদা	২৮
১১। এ আকীদার কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি	৩১
১২। কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে তার মন্তব্য	৩২
১৩। এ মন্তব্যের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ	৩৯
১৪। মোবাইল ফোনে কুরআন শ্রবণ...	৪১
১৫। এ মন্তব্যের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি	৪৫
১৬। কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তার মন্তব্য	৪৫
১৭। এ বিশ্বাসের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ	৪৭
১৮। ইছলাহ ও তাজকিয়ার বিষয়ে তাঁর বিরূপ মন্তব্য	৪৮
১৯। দাওয়াতের কাজকে ইছলাহের নিশ্চয়তা বলার সম্ভাব্য ক্ষতি	৫১
২০। চলমান তাবলীগী কাজকে পূর্ণ দ্বীন বলা সম্পর্কে তার মন্তব্য	৫২
২১। ছয় নম্বরকে পূর্ণ দ্বীন মনে করার ক্ষতি	৫৫
২২। মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজু ও তার গ্রহণযোগ্যতা	৫৫
২৩। মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুর বিষয়ে জরুরী বিশ্লেষণ	৫৭
২৪। দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বশেষ অবস্থান	৫৯
২৫। ভালোবাসা ও আনুগত্য হবে আল্লাহ কেন্দ্রীক	৬৩
২৬। মাওঃ সাআদ সাহেবের অনুগত্য কি আল্লাহ কেন্দ্রিক?	৬৭
২৭। নবীর অবর্তমানে দ্বীনী কাজের দায়িত্বশীল উলামায়ে কিরাম	৬৮
২৮। যেসকল গুণাবলী কারণে উলামায়ে কিরাম নবীদের ওয়ারিস	৬৯
২৯। নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব	৭১
৩০। উলামা বিদ্বেষীদের আচরণ নবী বিদ্বেষীদের অনুরূপ	৭৪

অবস্থান প্রকাশ সম্পর্কে জরুরী ব্যাখ্যা

জনাব মাওঃ সাআদ কান্দালভী-এর কিছু ভ্রান্ত মতাদর্শ ও চিন্তাধারা এবং আপত্তিকর বক্তব্যের বিষয়ে দেশ-বিদেশ থেকে আসা চিঠি-পত্র এবং প্রশ্নের ভিত্তিতে দারুল উলূম দেওবন্দের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ এবং সকল মুফতিদের স্বাক্ষরে একটি সম্মিলিত অবস্থান দাঁড় করানো হয়েছিলো। কিন্তু এ অবস্থান প্রকাশের পূর্বে আমাদের নিকট একটি সংবাদ আসে যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য একটি জামাত দারুল উলূম দেওবন্দে আসার ইচ্ছা করেছে। অবশেষে সে জামাত আসে এবং মাওঃ সাআদ সাহেবের একটি পত্র হস্তান্তর করে বলে যে, তিনি এসকল বিষয়ে রুজু করার (আপন অবস্থান থেকে ফিরে আসার) জন্য প্রস্তুত আছেন। সুতরাং সম্মিলিত অবস্থানের পত্রটি উক্ত জামাতের মাধ্যমে মাওঃ সাআদ সাহেবের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। অতঃপর মাওঃ সাআদ সাহেবের জবাবী চিঠিও আমাদের হাতে আসে। কিন্তু সব মিলিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ তার লিখনীতে আশ্বস্ত হতে পারেনি। আর আশ্বস্ত না হতে পারার কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পত্রের মাধ্যমে তাকে পৌঁছে দেয়া হয়। আকাবিরদের কায়েমকৃত তাবলীগের মুবারক কাজকে ভ্রান্ত মতাদর্শ ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা করা, আকাবিরদের পথ ও পদ্ধতির উপর অটল রাখা, এর উপকারিতা অব্যাহত রাখা এবং উলামায়ে হকের প্রতি তাদের আস্থা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ তার সম্মিলিত অবস্থান উলামা ও মুদাররিসীন এবং উম্মাতের বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করাকে নিজেদের দ্বীনী দায়িত্ব বলে মনে করে। আল্লাহ তাআলা এ মুবারক জামাতকে সার্বিকভাবে হিফাজত করুন এবং আমল ও তরিকার বিষয়ে আমাদের সকলকে সঠিক পথে কায়েম থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

উল্লেখ্য, মাওঃ সাআদ সাহেবের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও চিন্তাধারা এবং আপত্তিকর বক্তব্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তা থেকে ফিরে আসা, তাবলীগী জামাতের মধ্যে ফাটল রোধ করা এবং বিশ্বব্যাপী কাজের ঐক্য ধরে রাখার শেষ সুযোগ হাত ছাড়া করার পরে দারুল উলূম দেওবন্দ তার দ্বীনী দায়িত্ব পালনার্থে সম্মিলিত অবস্থান প্রকাশ করে। দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মিলিত অবস্থান প্রকাশের মূল কপি এবং তার অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হলো।

۷

Ph : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم الله الرحمن الرحيم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email : info@darululoom-deoband.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

96/3 حوالہ

التاریخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

اس وقت دنيا کے بہت سے علمائے حق اور مشائخ و غیرہ کی طرف سے یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعید صاحب کا مدحیہ کی نظریات اور افکار کے سلسلے میں ”دارالعلوم دیوبند“ اپنا موقف واضح کرے، حال ہی میں بنگلہ دیش کے ممتاز علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اردو دن ملک سے بھی ”دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند“ میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گذشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعید صاحب کا مدحیہ کی نظریات اور افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے، بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جن میں موصوف، جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالافتاؤں کے مکتوفیہ کے برخلاف بے بنیاد دینی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے اور سلف کی پرانی دعوتی ترقیوں کا رد اور ان کا لازم آ رہا ہے، نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی؛ بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے، ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران: حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے یکسر خلاف ہے۔

مولانا محمد سعید صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

”حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے غلط و عزالت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہو گئے، اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے، بارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔“

”نقل و حرکت تو یہی تکمیل و تزکیہ کے لیے ہے، تو یہی تین شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے، وہ کیا ہے، خروج، اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا، ۹۹۹ نقل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اس کو باؤس کر دیا، پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو، اس قائل نے خروج کیا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ شرط لوگ بھول گئے، تو یہی تین شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط یعنی خروج بھول گئے۔“

”ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں، وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا، ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا“ (اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا مضامین مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انھوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریہ کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے، ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انہیاد اور صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے)

”اجرت نہ کر دین کی تعلیم دینا دین کو پھیلانے کا کاروبار تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔“



Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ

”میرے نزدیک کیسے والا وہاں تکلیب جیب میں رکھ کر نماز میں ہوتی ہے علماء دین جتنے چاہتے ہیں اسے لے لو، کیسے والے وہاں سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن تو ہیں کرنا ہے اس میں گناہ طاعن کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر ملنے کے سہم کر دیں گے، جو علماء اس مسئلے سے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سوسہ ہیں، علماء سوسہ ہیں، ان کے دل و دماغ سپور و مضار سے متاثر ہیں وہ بائبل خلیا خلیا ہیں، میرے نزدیک جو علماء اس کے جواز کا فتویٰ دے، خدا قسم اس کا دل اللہ کے حکام کی عظمت سے خالی ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ میں اس کی خارج ہوں ہے، میں نے کہا کہ اصل میں اس عالم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یا بدو، بخاری تو غیر مکمل کبھی یا بدو کبھی ہے۔“

”مسلمان پڑھ کر ان کو کبھی کر پڑھا وہاں ہے واجب ہے واجب ہے، جو اس واجب کو ترک کرے گا، اس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا۔“

”مجھے حیرت ہے کہ پوچھا جائے کہ تمہارا اسلامی تعلق کس سے ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ کبریا اسلامی تعلق اس کام سے ہے، میرا اسلامی تعلق دھوت سے ہے، اس بات پر یقین کرو کہ اعمال و دعوت تربیت کے لیے کافی نہیں؛ بلکہ ضامن ہیں، میں نے خوب غور کر لیا، کیا کرنے والوں کے لیے کفر نے اس کی اصل وجہ ہے، مجھے تو یہ کہ لوگوں کا جو یہاں بندھے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے پورا دل نہیں ہے، خود اپنی ہی کو اٹھائے، والہی تجارت نہیں کر سکتا، حضرت خیرت دعوت ہوئی کہ جب ہمارا ایک سامانی نے کہ مجھے سے کہا کہ مجھے کیا مینے کی جیٹی چاہیے، مجھے اس شے کی خدمت میں اعکاف کے لیے جانا ہے، میں نے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے دعوت و دعوت کیوں نہیں کیا، مجھ میں آرام جاساں مال تلخ میں ہوئے، جاساں سال تلخ میں بیٹنے کے بعد ایک آدمی بے کوں کے مجھے جیٹی چاہیے، کیونکہ میں سیدنا جبرائیل کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ جو آدمی دعوت سے جیٹی ماگہ بار مہامات کے لیے، وودعوت کے بغیر عہدات میں رہتی کیسے کر سکتا ہے؟ میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمارا دین ہے، جو فرقہ صرف صرف دھرت کے لیے ہے، میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کی جیٹھی کی تشکیل یہاں ایسا نہیں ہے، میں اس لیے کہوں کہ یہ دین جیسے کے کواد بھی رہا ہے، میں تلخ میں لگانا کیوں ضروری ہے، دین تو سیکھنے سے دوسرے سیکھو، خانقاہ سے لے کر

اُن کے بیانات کے بعض ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعید صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، نہ صرف اس کی وہ ادنیٰ اور محال ہے کہ طریقہ جدید سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص تر نسبت کوست اور عہدہ انبیاء کی امت کا مصداق قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے یہود است کا مختلف مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر ہے، جس کی شریعت میں کوئی ایسا خاص تر ترتیب لازم نہیں کی کہ جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے، مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی تکنیکیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے پہنچنا تبلیغ ہی رہتی ہے، ایسا ہے کہ تبلیغ کا معنی بدعت نہیں، بلکہ تبلیغ کا معنی امتداد ہے، امتداد یعنی عہدہ، مہم، مشائخ، اولیاءِ دلائل اور قریبی عہدہ کے ہمارے اکابر نے عامی سطح پر دین کو نذر کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کئے۔

ہم نے اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں ہی عرض کی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں، جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریہ کی غماز ہیں، ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، اس لیے ان پر تفصیلاً کام کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔

اس سے پہلے دارالعلوم روبرو بند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعہ اور دارالعلوم میں تبلیغی اجتماع کے مواقع پر ”جنگہ والی مسجد“ کے وفد کے سامنے بھی اس برتو جرد لائی گئی تھی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔

جماعتِ ملتجی ایک خالص دینی جماعت ہے، جو ملکہ و مسلکِ جہود اور اکابرِ رحمہ اللہ کے طریق سے بہت کم محفوظ نہیں چلائے گا۔ انبیاء میں شان میں بے ادنی نگہی اخراجات، تعبیر بارائے احادیث و آثارِ کبریٰ میں اتنی تشریحات سے علمائے حق میں متفق نہیں ہو سکے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راجح سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بعض اصلاحی ادویہ دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آچکا ہے۔

حسن عظمیٰ
محمود
بلند پیر

দারুল উলূম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশপত্রের অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

বর্তমানে পৃথিবীর হক্কানী অনেক উলামায়ে কিরাম এবং মাশায়েখগণের পক্ষ থেকে এই দাবি ও তাকাযা পেশ করা হচ্ছে যে, মাওঃ মুহাম্মাদ সাআদ কান্কালাভীর চিন্তাধারার ব্যাপারে ‘দারুল উলূম দেওবন্দ’ যেন তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে। ইদানিং বাংলাদেশের অনেক আলেম এবং পাশ্চবর্তী রাষ্ট্রসমূহের কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে চিঠি পৌঁছেছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেও দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগে কিছু ইস্তিফতা এসেছে।

তাবলীগ জামাতের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও মতানৈক্য এবং ব্যবস্থাপনাগত বিশৃংখলার বিষয়ের আলোচনায় না গিয়ে আরজ করতে চাই যে, গত কয়েক বছর ধরে ইস্তিফতা এবং পত্রের মাধ্যমে মাওঃ সাআদ কান্কালাভীর চিন্তা-চেতনা এবং মতাদর্শ সম্পর্কিত তথ্য দারুল উলূম দেওবন্দে আসছে। তাহকীক করার পর এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার বয়ানসমূহের মধ্যে কুরআন এবং হাদীসের ভুল অথবা অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা, দলীল গ্রহণের ভুল পদ্ধতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা রয়েছে। কিছু কথায় আশ্বিয়ায়ে কিরাম আ.-এর পবিত্র শানে বেয়াদবিমূলক আচরণ প্রকাশ পায়। এমন অনেক বিষয়ও রয়েছে যার ফলে সাআদ সাহেব সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাত এবং ইজমায়ে সালাফ তথা পূর্বসূরীদের ঐকমত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

কতিপয় ফিকহী মাসায়েলের মধ্যেও তিনি গ্রহণযোগ্য দারুল ইফতাসমূহের দেয়া সর্বসম্মত ফতোয়ার বিপরীতে ভিত্তিহীন মত ও পথ প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের সামনে তা খুব জোরালোভাবে বয়ান করে চলেছেন। এ ছাড়াও প্রচলিত ধারার তাবলীগের কাজের গুরুত্ব তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করছেন, যদ্বারা দ্বীনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার খেদমত কঠিন সমালোচনা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছে। ফলে সালাফে সালেহীনের দাওয়াতের প্রাচীন পদ্ধতির খণ্ডন এবং অস্বীকার করা হচ্ছে অনিবার্যভাবেই। আকাবির এবং আসলাফের আজমতের ঘাটতি, বরং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও প্রকাশ পাচ্ছে। তার

এই কর্মপন্থা তাবলীগ জামাতের পূর্ববর্তী জিম্মাদার হযরত মাওঃ ইলিয়াস রহ., হযরত মাওঃ ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওঃ ইনআমুল হাসান রহ.-এর কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মাওঃ সাআদ সাহেবের বয়ানসমূহের সংকলন যতটুকু আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং যেগুলোর সম্বন্ধ তার প্রতি সত্য প্রমাণিত হয়েছে তন্মধ্য হতে কিছু এই-

* হযরত মুসা আ. নিজ কওম ও জামাত ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে নীরব আলাপের জন্য নির্জন ও নিঃসঙ্গ পরিবেশে চলে যান। ফলে বনি ইসরাইলের ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তিনিই তো ছিলেন মূল ব্যক্তি ও মূল দায়িত্বশীল। অতএব কওমের সাথে তাঁরই থাকা উচিত ছিলো। হারুন আ. তো ছিলেন তাঁর বিশেষ সহযোগী ও অংশীদার।

* দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে চলা-ফেরা তওবা ও আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার জন্য। তওবার তিনটি শর্ত সম্পর্কে তো লোকজন অবগত আছে। কিন্তু চতুর্থ শর্তটি সম্পর্কে অবগত নয়; ভুলে গেছে। আর সেটি হলো, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। এই শর্তকে লোকেরা ভুলিয়ে দিয়েছে। ৯৯ জন মানুষকে হত্যাকারী ব্যক্তির প্রথম সাক্ষাৎ হলো এক পাদ্রীর সাথে। পাদ্রী তাকে নিরাশ করলো। এরপর দেখা হলো এক আলেমের সাথে। আলেম তাকে বললেন, তুমি অমুক জনপদে বেরিয়ে পড়ো। লোকটি বেরিয়ে পড়লো। আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তওবার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া শর্ত। এটা ব্যতীত তওবা কবুল হয় না। এই শর্তটি লোকেরা ভুলে গেছে। তারা কেবল তিনটি শর্ত বয়ান করে; চতুর্থ শর্ত অর্থাৎ আল্লাহর পথে বের হওয়ার শর্তটি তারা বিস্মৃত হয়েছে।

* হিদায়াত প্রাপ্তির স্থান একমাত্র মাসজিদ। ঐ দ্বীনী শাখা ও বিভাগ যেখানে কেবল দ্বীনই পড়ানো হয়, তার সম্পর্কও যদি মাসজিদের সাথে না থাকে তবে আল্লাহর কসম! তার মধ্যেও দ্বীন হবে না; দ্বীনের তালীম হতে পারে কিন্তু দ্বীন হবে না। (“চয়নকৃত এ বক্তব্যে মাসজিদের সাথে সম্পর্ক বলে তার উদ্দেশ্য মাসজিদে গিয়ে নামায পড়া নয়। বরং এ কথা বলে তিনি মাসজিদের গুরুত্ব এবং দ্বীনের কথা মাসজিদে গিয়ে বলার ব্যাপারে তার স্বতন্ত্র ও বিশেষ মতাদর্শের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যার বিস্তারিত বর্ণনা অডিও রেকর্ডে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কথা দ্বারা তার দৃষ্টিভঙ্গি এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, দ্বীনের কথা

মাসজিদের বাইরে বলা ছুন্নাতের খেলাফ এবং আশিয়ায়ে কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের পরিপন্থী।”)

* পারিশ্রমিক নিয়ে দ্বীন শেখানো দ্বীন বিক্রির নামান্তর। কুরআনে কারীম শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর আগে যিনাকারীরা জান্নাতে যাবে।

* (মাওঃ সাআদ সাহেব বলেন) আমার মতে ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইল পকেটে রাখা অবস্থায় নামায হয় না। তোমরা উলামায়ে কিরাম থেকে যত ইচ্ছা ফতওয়া নাও, ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইলে কুরআনে কারীম শোনা এবং তা দেখে দেখে পড়া কুরআনে কারীমের অসম্মান প্রদর্শন। এতে গুনাহ ছাড়া কোনো ছাওয়াব মিলবে না। এর কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত করে দিবেন। যে সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে বৈধতার ফতওয়া দিচ্ছেন, আমার মতে তারা উলামায়ে ছুঁ, উলামায়ে ছুঁ (নিকুষ্ট আলেম)। তাদের মন-মস্তিষ্ক ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা একদম নিরেট অজ্ঞ আলেম। আমার মতে যে আলেম তা জায়েযের ফতওয়া দেয়, খোদার কসম! তার অন্তর আল্লাহ তায়ালার কালামের আজমত শূণ্য। এ কথা আমি এ জন্য বলছি যে, আমাকে একজন বড় আলেম জিজ্ঞেস করলেন, ‘এতে অসুবিধা কি?’ আমি বলেছি, আসলে এই আলেমের অন্তর আল্লাহ তায়ালার আজমত শূণ্য। চাই তার বুখারী শরীফই মুখস্থ থাকুক না কেন। বুখারী শরীফ তো অমুসলিমদেরও মুখস্থ থাকতে পারে।

* প্রত্যেক মুসলমানের উপর কুরআনে কারীম বুঝে পড়া ওয়াজিব, ওয়াজিব, ওয়াজিব। যে এই ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার ওয়াজিব ছাড়ার গোনাহ হবে।

* (মাওঃ সাআদ সাহেব বলেন) আমার তখন আফসোস হয় যখন জিজ্ঞাসা করা হয় “তোমার ইছলাহী সম্পর্ক কার সঙ্গে?” তখন কেন বলেন না যে, আমার ইছলাহী সম্পর্ক এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সঙ্গে। এ কথার উপর বিশ্বাস করো যে, দাওয়াতের কাজ তরবিয়তের জন্যে কেবল যথেষ্টই নয় বরং ইছলাহের গ্যারান্টিও। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দাওয়াতের কর্মীদের পা নড়বড়ে হওয়ার মূল কারণ এটাই। আমার তো সেসব লোকের জন্য চিন্তা হয় যারা এখানে বসে বলে, ‘হয় নম্বর পূর্ণ দ্বীন নয়’। নিজের দই নিজেই টক আখ্যাদানকারী কখনো ব্যবসা করতে পারে না। আমার বড় আফসোস লাগলো যখন আমাদের একজন সাথী ভাই এসে আমাকে বললো, ‘আমার এক মাসের ছুটি দরকার। অমুক শায়খের খেদমাতে এতেকাফের উদ্দেশ্যে যেতে হবে’।

আমি বললাম, আজ পর্যন্ত তোমরা দাওয়াত ও ইবাদতকে একত্র করতে পারোনি। তোমাদের কমপক্ষে চল্লিশ বছর কেটে গেল তাবলীগের কাজে। চল্লিশ বছর তাবলীগের কাজ করার পরে একজন এসে এভাবে বলে ‘আমার ছুটি প্রয়োজন। এক মাস ইতিকাক্ষের জন্যে যেতে চাই’। আমি বললাম, যে ব্যক্তি ইবাদতের জন্যে দাওয়াত থেকে ছুটি চাচ্ছে, সে দাওয়াত ছাড়া ইবাদতে উন্নতি করতে পারবে কী করে? আমি স্পষ্টভাবে বলছি, নবুওয়াতী আমল এবং বেলায়েতী আমলের মাঝে যেই পার্থক্য, সেটি কেবল নকল ও হরকতের নয়। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, আমরা শুধু দ্বীন শিক্ষার জন্য তাশকীলে বের হই না। কারণ দ্বীন শিক্ষার তো আরও পদ্ধতি রয়েছে। তো তাবলীগে বের হওয়া কেন জরুরী? দ্বীনই যদি শিখতে হয় তো মাদরাসাতে শেখো, খানকায় শেখো।

তার বয়ানের কিছু এমন অংশও আমাদের নিকট পৌঁছেছে, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মাওঃ সা’দ সাহেবের মতে দাওয়াতের এই সুবিশাল প্রশস্ত ও বিস্তৃত অঙ্গনে কেবল তাবলীগ জামাতের বর্তমান প্রচলিত এ পদ্ধতিই অন্তর্ভুক্ত। এটাকেই তিনি আশিয়ায়ে কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামের মুজাহাদার পদ্ধতি বলে ব্যক্ত করেন। আর এই বিশেষ পদ্ধতিকে ছুন্নাত ও আশিয়ায়ে কিরামের মেহনতের হুবহু পদ্ধতি সাব্যস্ত করেন। অথচ উম্মাতের সর্বসম্মত মত হলো, দাওয়াত ও তাবলীগ একটি সামগ্রিক বিষয়। শরীআতে এর এমন কোনো বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যিক করা হয়নি যা ছেড়ে দিলে ছুন্নাত ছেড়ে দেয়া আবশ্যিক হবে। বিভিন্ন কালে দাওয়াত ও তাবলীগের নানান পদ্ধতি ছিলো। কোন কালেই দাওয়াতের দায়িত্ব থেকে কোন ধরনের গুরুত্বহীনতা ও অবহেলা প্রকাশ পায়নি। সাহাবায়ে কিরামের পরে তাবায়ীন, তাবে তাবায়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, মাশায়েখ, আউলিয়ায়ে কিরাম এবং নিকটবর্তী সময়ে আমাদের আকাবিরগণ বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দ্বীন যিন্দা রাখতে নানামুখী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে আমরা কিছু কথা পেশ করলাম। এছাড়াও এমন অনেক কথা আমাদের কাছে পৌঁছেছে যা জমহুর উলামায়ে কিরাম থেকে দূরে সরে একটি নব উদ্ভাবিত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত বহন করে। এসব কথা অকাট্য ভুল হওয়াটা একদম সুস্পষ্ট। এ কারণে এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নেই। এর আগেও দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে কয়েকবার পত্রযোগে এবং দারুল উলুম দেওবন্দে তাবলীগের ইজতেমা

চলাকালে বাংলাওয়ালী মাসজিদের প্রতিনিধি দলের সামনে এসবের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেসব পত্রের আজ পর্যন্ত কোন জবাব মেলেনি। তাবলীগ জামাত একটি খালেছ দ্বীনি জামাত। যা আমল ও মাসলাক হিসেবে জমহুরে উম্মাত ও আকাবিরের পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে নিরাপদ থাকতে পারে না। আশিয়ায়ে কিরামের শানে বেয়াদবি, চিন্তা-চেতনার ভ্রষ্টতা, মনগড়া তাফসীর, হাদীস ও আছারের মনগড়া ব্যাখ্যার সাথে উলামায়ে হক্কানী কখনো ঐকমত্য পোষণ করতে পারে না। এর উপর চুপও থাকা যায় না। কেননা এ ধরণের চিন্তা-চেতনা পরবর্তীতে পুরো তাবলীগ জামাতকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। যেমনিভাবে ইতিপূর্বে বহু ইছলাহী ও দ্বীনী জামাতের অনুরূপ করুণদশা ঘটেছে।

এজন্য আমরা এসব তথ্য-উপাত্তের আলোকে উম্মাতে মুসলিমাহ বিশেষ করে সাধারণ তাবলীগী ভাইদেরকে এ কথাগুলো সম্মুখে অবহিত করানোকে নিজেদের আবশ্যকীয় দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। মৌলভী মুহাম্মাদ সাআদ সাহেব তার স্বল্প জ্ঞানের কারণে নিজের চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় জমহুরে আহলে ছুন্নাহ ওয়াল জামাতের সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছেন যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতার পথ। এ কারণে এসবের উপর চুপ থাকা যায় না। কারণ যদিও এই চিন্তা-চেতনা একজনের, কিন্তু এগুলো সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবল বেগে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

জামাতের হালকায় দৃঢ়পদে জমে থেকে কাজ করনেওয়ালার বুঝমান ও ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আকাবিরদের প্রতিষ্ঠিত এই জামাতকে জমহুরে উম্মাত ও পূর্ববর্তী দায়িত্বশীল মুরব্বীদের পথ-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। সাথে সাথে মৌলভী মুহাম্মাদ সাআদ সাহেবের যে সকল ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে সেগুলোর সংশোধনের পরিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। যদি এর উপর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে আশঙ্কা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে উম্মাহর বৃহৎ একটি অংশ পথভ্রষ্টতার শিকার হয়ে গোমরাহ দলে পরিণত হয়ে না যায়। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা যেন তাবলীগ জামাতের হেফাজত করেন। সাথে সাথে আকাবিরের পথে একনিষ্ঠভাবে যিন্দা রাখেন এবং তার প্রচার-প্রসারও প্রবাহমান রাখেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

নোট: হযরত মাওঃ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব তাঁর স্বাক্ষরের সাথে এ নোট যোগ করেন যে, অতীতে এ জাতীয় না মুনাসিব বা অসংলগ্ন কথাবার্তা তাবলীগ জামাতের (ঘরের লোকদের) কারো কারো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সে যুগের উলামায়ে কিরাম যেমন শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. ও অন্যান্যরা তা সতর্ক করেছিলেন। আর তারা তা শুধরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখনকার তাবলীগ জামাতের জিম্মাদারগণই এ জাতীয় বা তার চেয়েও জঘন্য কথাবার্তা বলছেন যার চয়নকৃত অংশ পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি সতর্ক হচ্ছেন না। এ কারণে জনসাধারণকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য এ ফতওয়ার সমর্থন জানানো হলো। সমাপ্ত।

সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি প্রমাণিত

এ পুস্তিকার শুরুতে জরুরী ওয়াহাত শিরোনামে দারুল উলুম থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, দারুল উলুম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশের পূর্বে মাওঃ সাআদ সাহেবের প্রেরিত জামাতের মাধ্যমে তার নিকট এর কপি পাঠানো হয়। উক্ত প্রেরিত কপির মাধ্যমে অবস্থান প্রকাশপত্রে মাওঃ সাআদ সাহেবের যেসকল আপত্তিকর মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা সবই তার গোচরিভূত হয়। এর জবাবে তিনি কেবল হযরত মূসা আঃ-এর ঘটনার বিষয়ে ভুল স্বীকার করেছিলেন যা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় দারুল উলুম গ্রহণ করেনি। কিন্তু তিনি তার অবশিষ্ট আপত্তিকর বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন ধরনের মন্তব্য না করায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে তিনি তার মন্তব্য বলে মেনে নিয়েছেন যদিও তা থেকে রজু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। সুতরাং দারুল উলুম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশপত্রে উল্লিখিত মাওঃ সাআদ সাহেবের মন্তব্যগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত। যদিও তার ভক্তদের অনেকে এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অবশ্য তাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি মিলেছে মাওঃ সাআদ সাহেবের আপত্তিকর মন্তব্যগুলোর সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করার চেষ্টা হিসেবে তাদের লিখিত পুস্তক “মাওলানা সাআদ সাহেবের ভুলগুলো কি আসলেই ভুল”-এর মাধ্যমে। এ পুস্তকে তারা মাওঃ সাআদ সাহেবের ঐসকল আপত্তিকর মন্তব্যগুলো পেশ করে তার সুন্দর ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টায় তাদের সফলতা যতটুকুই আসুক, আপত্তিকর মন্তব্যগুলো তিনি করেছেন এর স্বীকৃতি এসেছে সন্দেহাতীতভাবে।

ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রকাশ কি গীবত?

কুরআন ছুলাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান অন্যায় করে থাকলে তা গোপন রাখা অপর মুসলমানের কর্তব্য। যদি কেউ তার দোষগুলি প্রচার করে দেয় তাহলে এটাকে গীবত বলে যা শরীআতের দৃষ্টিতে বড় গুনাহ। এ নিয়মানুসারে মাওঃ সাআদ সাহেবের ভুল-ত্রুটিগুলো প্রচার করা গীবতের আওতায় আসবে কিনা?

এ প্রশ্নের জবাবে আমি প্রথমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করছি। তিনি বলেন, «اَشْأَدُّ رَجُلًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اَنْذِنُوا لَهُ،»

এক ব্যক্তি রসূল স.-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে রসূল স. ইরশাদ করলেন, তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকৃষ্ট ভাই অথবা বলেছেন, সে বংশের নিকৃষ্ট সন্তান। অতঃপর যখন সে প্রবেশ করলো তখন রসূল স. তার সঙ্গে নশ্ভাবে কথা বললেন। (বুখারী: ৫৬২৮, মুসলিম: ৬৩৬০)

এ হাদীসে বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, রসূল স. আগত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করেছেন যা গীবতের আওতাভুক্ত। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এবং মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রহ. দোষ প্রকাশের এমন কিছু বৈধ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন বাহ্যিকভাবে সেটাকে গীবত মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সেটা গীবত নয়। অতঃপর ইমামদ্বয় উক্ত বৈধ ক্ষেত্রসমূহের আওতায় রসূল স. কর্তৃক এ দোষ প্রকাশকেও অন্তর্ভুক্ত করে প্রমাণ করেছেন যে, এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হলেও এটা শরীআতে দোষ প্রকাশের বৈধ ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত; এটা নিষিদ্ধ গীবত নয়। দোষ প্রকাশের জন্য তাঁরা যেসকল বৈধ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন তন্মধ্যে একটি ক্ষেত্র হলো- **الِاسْتِغَاثَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدُّ** **الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ** কোন অন্যায় প্রতিরোধে সাহায্যের জন্য এবং অপরাধীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। অর্থাৎ কারো থেকে যদি কোন অন্যায় সংঘটিত হয় তাহলে সেটাকে প্রতিরোধ করা এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা তা প্রতিরোধ করা গীবতের আওতাভুক্ত নয়। বরং এটা দ্বীনী জিম্মাদারী সুচারুরূপে পালন করার জন্য

সহায়ক। তাঁদের চিহ্নিত গীবতের বৈধ ক্ষেত্রের আরেকটি হলো- تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ কোন খারাবীর বিষয়ে মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির দ্বারা যদি মুসলমানের মধ্যে খারাবী ছড়াতে থাকে তাহলে তা প্রকাশ করে তাদেরকে সতর্ক করার ব্যবস্থা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হলেও শরীআতে এটা নিষিদ্ধ গীবতের আওতাভুক্ত নয়। বরং এটা দ্বীনী জিম্মাদারী সুচারুরূপে পালন করার জন্য সহায়ক। তাঁদের চিহ্নিত গীবতের বৈধ ক্ষেত্রের আরেকটি হলো- وَمَنْ تَجَوَّزَ غَيْبَهُمْ مَنْ يَتَجَاهَرُ بِالْفِسْقِ أَوْ الظُّلْمِ أَوْ الْبُذْعَةِ যাদের গীবত করা বৈধ তাদের মধ্যে ঐসকল লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা ফিসক, জুলুম বা বিদআতের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন ইমাম নববী রহ.-এর শরহুল মুসলিম, অধ্যায়: باب مدارة من يتقي فحشه আর ফাতহুল বারী, অধ্যায়: باب مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ উপরিউক্ত যে তিনটি কারণে কারো দোষ প্রকাশ করা বৈধ তার সবগুলো কারণই মাওঃ সাআদ সাহেবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দ্বীন ও দ্বীনদারদের স্বার্থেই তার আপত্তিকর বিষয়গুলো প্রকাশ ও প্রচার করা দরকার ছিলো। আর উলামায়ে কিরাম এ ক্ষেত্রে কেবল তাঁদের উক্ত দ্বীনী জিম্মাদারীই পালন করছেন। বরং গীবতের শিকার তারাই হচ্ছে যারা উলামায়ে কিরামের দ্বীনী জিম্মাদারীকে বিভিন্ন কটুক্তির মাধ্যমে থামিয়ে দেয়া চেষ্টা করছে।

এছাড়াও এ বিষয়ে ইমাম বুখারীর উস্তাদ এবং আবু হানীফা রহ.-এর ছাত্র বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত আবু আব্দুর রহমান আল-মুকরী রহ. বলেন, الشكاية والتحذير ليستا من الغيبة. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং কাউকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দোষের কথা প্রকাশ করা গীবতের আওতাভুক্ত নয়। (শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, আছার নং-৬৩৭৩) ইমাম বায়হাকী রহ. এ আছারটি বর্ণনা করার পর ইমাম আহমাদ রহ.-এর মন্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এটাকে সমর্থন করেছেন। অনুরূপ মন্তব্য হযরত ইমাম শু'বা রহ. থেকেও বর্ণিত আছে। (শুআবুল ঈমান-৬৩৭২) হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. থেকেও অনুরূপ মন্তব্য বর্ণিত আছে। (শুআবুল ঈমান-৬৩৭৪)

উল্লেখ্য, কুরআন-ছুনাহর ভুল তথ্য প্রচারকারীর অপরাধ প্রকাশ করা এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে স্বীকৃত। হযরত খাজির আঃ-এর সাথে সফরকারী হযরত মুসা আঃ সম্পর্কে নাওফ বিন

ফাযালা আল-বিকালী নামক জনৈক তাবিঈ এ মন্তব্য করেছিলেন যে, খাজির আঃ-এর সাথে সফরকারী মূসা বনী ইসরাঈলের মূসা নয়। এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস রা. খুব কঠোর ভাষা বললেন যে, كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।^১ (বুখারী: ১২৪) হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে দ্বীনী বিষয় প্রচারে কেউ ভুল করলে তা প্রকাশ করা গীবত নয়। এমনকি কঠোর ভাষা ব্যবহারও দোষনীয় নয়। নাওফ বিন ফাযালার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির তুলনায় মাওঃ সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলো দ্বীনের জন্য শতগুণ ক্ষতিকর। তার পরেও উলামায়ে কিরাম তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলেছেন এবং এখনও বলছেন। যদিও হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর অনুকরণে আরো কঠোর হওয়া যেতো। গুরুত্বপূর্ণ এ মাসআলাটি আলোচনার পর এখন মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু করা হচ্ছে।

মাওঃ সাআদ সাহেবের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও তার খণ্ডন

দারুল উলূম দেওবন্দ হতে প্রকাশিত অবস্থান প্রকাশপত্রে মাওঃ সাআদ সাহেবের যেসকল মন্তব্য পেশ করা হয়েছে সেগুলির ভ্রান্তি উলামায়ে কিরামের নিকট সুস্পষ্ট। এ কারণে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান প্রকাশপত্রে সেগুলোর ভ্রান্তির কোন প্রমাণ কুরআন-ছুন্নাহ হতে পেশ করা হয়নি। কিন্তু জনসাধারণের নিকট তা খানিকটা দুর্বোধ্য হওয়ায় তার উক্ত মন্তব্যসমূহের ভ্রান্তির ব্যাখ্যা ও প্রমাণ কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে নিম্নে পেশ করা হলো।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়ায় মাওঃ সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে মৌলিকভাবে দুই ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এক. কুরআন-ছুন্নাহ বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ এবং কুরআন-ছুন্নাহ বিরোধী মাসআলা প্রচার করা। দুই. তাবলীগের উসূল বা মূলনীতি বিরোধী স্বৈচ্ছাচারিতা। উপরিউক্ত দুটি আপত্তির মধ্যে আমি কেবল প্রথমটার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআন-ছুন্নাহ তথা শরঈ দলীলের আলোকে তুলে ধরছি। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত আপত্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে-

১ এখানে শব্দটির প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এবং নাওফ বিন ফাযালাকে আল্লাহওয়ালাদের কাতার থেকে বের করে দেওয়াও উদ্দেশ্য নয়। বরং নাহকু কথা শুনলে আলেমদের দ্বীনী গায়রাত জেগে ওঠে। ফলে তারা সতর্কীকরণের জন্য কখনো কখনো এ জাতীয় মন্তব্য করে বসেন। (ফতহুল বারী)

দ্বীনী কাজের গুরুত্বের স্তর পরিবর্তন করা

তিনি দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক কাজকে হালকা করে ফেলেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি কুরআন-ছুন্যাহর এক ধরনের বিকৃতি ঘটিয়েছেন যা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলার তাঁর রসূল স.কে শুধু দাওয়াত ও তবলীগের জন্য পাঠাননি। ইসলামের মূল পাঁচটি স্তরের মধ্যেও এটা অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল স.কে দ্বীনের যেসকল দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে দাওয়াত ও তবলীগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কুরআন-ছুন্যাহর উল্লিখিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মৌলিক দায়িত্বের তালিকা এবং শরীআতে তার অবস্থান প্রমাণসহ নিম্নে পেশ করা হলো।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (سورة الجمعة- ২)

অনুবাদ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের আত্মশুদ্ধি করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (ছুরা জুমআহ-২)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীর জিম্মাদারী হলো- তিলাওয়াতে কুরআন, তাজকিয়া, তা'লীমে কিতাব ও তা'লীমে হেকমত। উল্লিখিত চারটি জিম্মাদারীর মধ্যে তাজকিয়ার কাজ করে যাচ্ছেন হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ। অর অবশিষ্ট তিনটি জিম্মাদারী যথাসাধ্য পালন করে যাচ্ছেন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসার খেদমতে নিয়োজিত উলামায়ে কিরাম।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ (سورة النحل: ১২৫)

অনুবাদ : আপন পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন হেকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদের সম্পর্কে যারা সঠিক পথে আছে। (ছুরা নাহল-১২৫)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীর জিম্মাদারী হলো- নছীহত এবং কৌশলের সাথে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং বিরোধীদের সাথে উত্তম পন্থায় (প্রমাণভিত্তিক, শালীন ভাষায়) বিতর্ক ও মুনাজারা করা। উল্লিখিত দুটি জিম্মাদারীর মধ্যে প্রথমটা সক্রিয়ভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আর সাধারণভাবে অন্যান্য মাধ্যমে পালিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয়টা কুরআন-ছুল্লাহয় অভিজ্ঞ মুনাজির আলেমগণ পালন করে যাচ্ছেন।

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (سورة المائدة: ٦٧)

অনুবাদ : হে রসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তার তাবলীগ করুন, অর্থাৎ সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আর যদি এরূপ না করেন তাহলে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (ছুরা মায়দা-৬৮)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীর জিম্মাদারী হলো- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধি-বিধানের তাবলীগ করা। আরো প্রমাণিত হয় যে, তাবলীগের দায়িত্ব রসূলের আর হিদায়াতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। এ আয়াতে উল্লিখিত তাবলীগের জিম্মাদারী সক্রিয়ভাবে তাবলীগী জামাতের মাধ্যমে আর সাধারণভাবে অন্যান্য মাধ্যমে পালিত হচ্ছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ حِزْبَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (سورة الأنفال: ٦٥)

অনুবাদ : হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন।

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীর জিম্মাদারী হলো- মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেয়া। এ আয়াতে উল্লিখিত জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদানের আংশিক জিম্মাদারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী প্রকৃত মুজাহিদগণ করে যাচ্ছেন।

ফায়দা: উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রসূল স.-এর আরো অনেক দায়িত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন- মুসলমানের সম্পদের যাকাত উসূল করা এবং তাদের জন্য দুআ করা। (ছুরা তওবা-১০৩) নামায কয়েমের হুকুম এবং আল্লাহর রাস্তায় দানের হুকুম জারি করা। (ছুরা ইবরাহীম-৩১) সং কাজের আদেশ এবং অসং কাজের নিষেধ করা। (ছুরা

আরাফ-১৫৭) মুমিনদেরকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করা এবং তাদেরকে ওয়াজ-নছীহাত করা। (ছুরা যারিয়াত-৫৫, ছুরা ক্বফ-৪৫) আল্লাহ তাআলার জিকির করা। (ছুরা আ'রাফ-২০৫, ছুরা মুয্যাম্মিল-৮, ছুরা দাহর-২৫) মানুষের মধ্যে কুরআন ভিত্তিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। (ছুরা নিসা-১০৫)

আমার উপস্থিত অনুসন্ধানে যে আয়াতসমূহ এসেছে আমি সেগুলো এখানে তুলে ধরেছি। এসকল আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রসূলে কারীম স. অনেকগুলো কাজের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী পালন করেছেন; তন্মধ্যে দুটি কাজ হলো- যথাক্রমে দাওয়াত ও তাবলীগ। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পূর্ণতার ঘোষণাপ্রাপ্ত দ্বীনে মুহাম্মাদীর দুটি শাখা। মাওঃ সাআদ সাহেব এ দুটি কাজের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে নবী স.-এর অন্যান্য কাজগুলোকে খুব হালকা করে ফেলেছেন। অথচ নবী কারীম স.-এর উপর আরোপিত দায়িত্বসমূহের কোনটিই হালকা নয় এবং সেগুলোকে হালকা করে দেখানো সঠিক নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে আমরা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিশ্বাস করি। যদিও রসূলে কারীম স. এটাকে ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। সহীহ সনদে হযরত মুআয বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। রসূল স. ইরশাদ করলেন, **وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ** আল্লাহর ইবাদাত করবে, আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর রসূল স. ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছুর মাথা ও বুনিয়াদ এবং সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ সম্পর্কে বলবো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, **رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ،** সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ হলো ইসলাম এবং বুনিয়াদ হলো নামায, আর সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ হলো জিহাদ। (তিরমিযী-২৬১৭)

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সত্য; কিন্তু রসূল স. এটাকে ইসলামের মূল ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত

করেননি। এমনকি জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মূল অবলম্বনের মধ্যেও গণনা করেননি। সুতরাং দ্বীনী কাজের গুরুত্বের যে তারতীব রসূল স. নির্ধারণ করেছেন কোন ব্যক্তির বয়ান-বক্তব্য বা আমল-আক্বীদার মাধ্যমে সে তারতীব পরিবর্তন করা দ্বীনের বিকৃতি সাধন ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক কাজকে হালকা করা যাবে না।

দ্বীনী কাজের গুরুত্বের স্তর পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতি

দ্বীনী কাজের গুরুত্বের স্তর পরিবর্তনের কারণে প্রথম ক্ষতি হলো- মূল জিনিসকে শাখা আর শাখাকে মূল মনে করার মাধ্যমে দ্বীনের বিকৃতি ঘটা। অথচ উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব হলো দ্বীনের যে রূপ রসূল স. রেখে গেছেন তা অবিকৃত রাখার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো- শাখাকে মূলের মত আঁকড়ে ধরে আর মূলকে শাখা মনে করে ছেড়ে দেয়ার কারণে নিজের উন্নতিকে বাঁধাধস্ত করা। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়া। তৃতীয় ক্ষতি হলো- দ্বীনের ভিত্তি নয় এমন একটি কাজকে বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য কাজের প্রতি তাচ্ছিল্য সৃষ্টি হওয়া। অথচ রসূল স. যেসকল কাজের জিম্মাদারী পালন করেছেন তার কোনটিই তুচ্ছ নয়।

তওবার কবুল হওয়ার জন্য খুরাজকে শর্ত করা

তওবা কবুলের শর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “নকল-হরকত অর্থাৎ দ্বীনের রাস্তায় চলা-ফেরা তওবা ও আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার জন্য। তওবার তিনটি শর্ত তো মানুষ জানে। কিন্তু চতুর্থ শর্ত জানে না; তা ভুলে গিয়েছে। আর সেটা হলো খুরাজ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যাকারী (বনী ইসরাইলের) জনৈক ব্যক্তির প্রথম সাক্ষাৎ হয় একজন রাহেব (ইহুদী ধর্মগুরু)-এর সাথে। সে তাকে নিরাশ করে দেয়। তারপর সাক্ষাৎ হয় এক আলেমের সাথে। তিনি তাকে বলেন তুমি অমুক বস্তির দিকে যাও। ঐ হত্যাকারী সেদিকে বেরিয়ে গেলে তার তওবা কবুল হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, তওবা কবুল হওয়ার শর্ত হলো খুরাজ। খুরাজ ব্যতীত তওবা কবুল হয় না।”

তিনি যে হাদীসকে দলীল গ্রহণ করে তওবা কবুল হওয়ার জন্য খুরাজকে শর্ত বলেছেন সে হাদীসের সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরা হচ্ছে। আশা করা যায় যে,

হাদীসের ঐ অংশের বর্ণনা সামনে এলে দলীলের মধ্যে ভ্রান্তির চিত্র স্পষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসে উল্লিখিত আলেম ঐ হত্যাকারীকে বলেন যে, **اُطْلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَتْسًا يَغْتَدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ** তুমি অমুক স্থানে যাও। সেখানে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর ইবাদাত করে, তুমি তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদাত করো। আর তোমার অঞ্চলে ফিরে এসো না। কেননা এটা খারাপ অঞ্চল। (মুসলিম-৬৭৫২) এ হাদীস দ্বারা প্রচলিত ধারার তাবলীগের খুরুজের প্রমাণ পেশ করা দুই কারণে সহীহ নয়। এক. এ হাদীসে খারাপ অঞ্চল ছেড়ে স্থায়ীভাবে ভালো অঞ্চলে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর শরীআতের পরিভাষায় এটাকে হিজরত বলা হয়। তাবলীগের খুরুজের তারতীব সম্পর্কে যাদের জানা আছে তাদের নিকট এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, সাময়িক সময়ের জন্য তাবলীগে বের হওয়া, আর স্থায়ীভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া কোনক্রমেই এক নয়। দুই. যাদের মধ্যে কোন না কোন ক্ষেত্রে দ্বীনী বিষয়ে অপূর্ণতা আছে তাদের নিকট তাবলীগের মেহনত নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে দ্বীনের উপর উঠানোর জন্য। আর এর অন্যতম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাদেরকে দ্বীনের পথে বের করে এনে ঈমান ও আমলের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে। আর যাদের মধ্যে দ্বীনের পূর্ণতা আছে তাদের নিকট এই মেহনত নিয়ে যাওয়া হয় যেন তারা বের হয়ে অন্যদেরকে দ্বীন শিখানোর মেহনত করে তাদের ঈমান ও আমলের উন্নতি সাধন করবে। অথচ এ হাদীসে কথিত খুরুজে না ঐ সকল আবেদগণকে ঈমান ও আমলের উন্নতির দাওয়াত দেয়ার কথা আছে, আর না তাদেরকে দ্বীনের পথে বের হওয়ার দাওয়াত দেয়ার কথা আছে। বরং আছে তাদের সাথে থেকে নিজের উন্নতি করার কথা। এটা সম্পূর্ণরূপে তাজকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির আমল। মাওঃ সাআদ সাহেব প্রথমে বলেছিলেন যে, এটা তওবা ও আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার জন্য। কিন্তু শেষে গিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে এটাকে খুরুজের দলীল এবং তওবার শর্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন যা হাদীসের অর্থ ও বিষয়বস্তুর সাথে একেবারেই বেখাপ্পা।

মাওঃ সাআদ সাহেবের দাবীর অসারতা প্রমাণের জন্য কুরআন-ছুন্নাহ থেকে দু'একটি প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে যাতে খুরুজবিহীন তওবা কবুলের স্বীকৃতি রয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, তাবুক যুদ্ধে সকল সাহাবায়ে কিরামের অংশ গ্রহণের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তিনজন সাহাবা অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করার বিষয়ে রসূল স. কোন সিদ্ধান্ত দেননি। বরং তাঁদের একজন হযরত কাআব বিন মালেক রা.কে তিনি এ কথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, **يُفْضِي اللَّهُ فِيكَ** উঠে যাও! যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন। এরপর রসূল স. তাঁদের সাথে মুসলমানদের সালাম-কালাম এবং সকল সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে দিলেন। এ অবস্থায় পঞ্চাশ দিন পার হলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের তওবা কবুলের সুসংবাদ সম্বলিত আয়াত নাজিল করে এ ঘোষণা দিলেন যে, **تَابَ عَلَيْهِمْ** তিনি তাঁদের তওবা কবুল করেছেন। (ছুরা তওবা-১১৮) অপরাধ সংঘটিত হওয়া থেকে তওবা কবুল হওয়া পর্যন্ত এই পঞ্চাশ দিন তাঁদের কেমন কেটেছিলো?, খুরুজ হয়েছিলো কিনা? তার জবাব হযরত কাআব বিন মালেক রা.-এর বর্ণনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন, **فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ،** আমার সাথীদ্বয় নিস্তেজ হয়ে গেছে এবং ঘরে বসে কান্ন-কাটি করছে। আর আমি তাঁদের মধ্যে যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম। আমি বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামাযে শরিক হতাম, বাজারে ঘোরা-ফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। (বুখারী-৪০৭৬) উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তিন সাহাবার তওবা কবুল হয়েছে খুরুজ ব্যতীত। মাওঃ সাআদ সাহেবের কথা মতে যদি তওবা কবুল হওয়ার জন্য খুরুজ শর্ত হতো তাহলে খুরুজ ব্যতীত এসকল সাহাবার তওবা কী করে কবুল হলো?

খুরুজ ব্যতীত তওবা কবুল হওয়ার আরো একটি উদাহরণ হলো- রসূল স. এবং সাহাবায়ে কিরাম খন্দকের যুদ্ধ শেষ করে যখন বনী কুরাইযা গোত্রে গেলেন এবং মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করার কারণে তাদেরকে অবরোধ করলেন। তখন তারা তাদের পুরাতন সহযোগী হযরত আবু লুবা বা আনসারী রা.-এর নিকট পরামর্শ চাইলো যে, আমরা রসূল স.-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হবো কিনা? তখন হযরত আবু লুবা বা আনসারী রা. গলায় ইঙ্গিত করে দেখালেন যে, রসূল স.-

এর নির্দেশ মেনে নিলে তোমাদের গলা কাটা যাবে। এটা বলেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর অন্যায় হয়ে গেছে। তখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ۱
أَذُوقْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ! আমি পানাহার করবো না। হয়তো এ
অবস্থায় মারা যাবো অথবা আল্লাহ তাআলা আমার তওবা কবুল করবেন। এ
কথা বলে তিনি পানাহার বিহীন একটানা সাত দিন অতিবাহিত করে বেহুশ হয়ে
পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর তওবা কবুল করলেন। (তাফসীরে
তাবারী: ১৩/৪৮১, ফাতহুল বারী: ৭/৪১৩)

উপরিউক্ত হাদীস থেকেও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হযরত আবু লুবাবা রা.-এর
তওবা কবুল হয়েছে খুরুজ ব্যতীত। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে তিনি
নিজেকে মাসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। এ ঘটনার কারণে ঐ
খুঁটির নাম হয়ে যায় উস্তওয়ানায়ে তাওবা (ইবনে খুযাইমা-২২৩৬)। মাওঃ
সাআদ সাহেবের কথা মতো যদি তওবা কবুল হওয়ার জন্য খুরুজ শর্ত হতো
তাহলে খুরুজ ব্যতীত আবু লুবাবা রা.-এর তওবা কী করে কবুল হলো? সুতরাং
এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, মাওঃ সাআদ সাহেব তার বক্তব্যে
উল্লিখিত মুসলিম শরীফের হাদীসটির এমন একটি মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন যা
কুরআন-ছুল্লাহ পরিপন্থী।

তওবা কবুলের জন্য খুরুজকে শর্ত করার সম্ভাব্য ক্ষতি

আল্লাহ তাআলার রহমাত ও মাগফিরাত বান্দার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক। ক্ষমার
জন্য যদি তিনি কোথাও কোন শর্ত যুক্ত করে দেন সেটা নিতান্তই তার ইচ্ছা ও
অধিকারের ব্যাপার। তবে আল্লাহ তাআলার রহমাত ও মাগফিরাতের পথে
কেউ কোন শর্ত যুক্ত করতে পারে না। এর কারণে প্রথম ক্ষতি হলো- দ্বীনের
ব্যাপারে মানুষকে ভুল তথ্য প্রচারের মাধ্যমে নিজের বদ আমল ভারী করা এবং
গুনাহগার সাবাস্ত হওয়া। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো- তওবার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে
নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হওয়া এবং তওবার আমল কমে যাওয়া। তৃতীয় ক্ষতি
হলো- এ আকীদা পোষণকারীর নিজের মাগফিরাতের পথ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া।
বনী ইসরাইলের দুই ব্যক্তির ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ আছে যে, একজন
অপরজনকে শপথ করে বলেছিলো যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে না।
আল্লাহ তাআলা তাকে এই বলে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

أَكُنْتُ بِي عَالِمًا، أَكُنْتُ عَلَى مَا فِي يَدَي قَادِرًا তুমি কি আমার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলে? যা আমার হাতে রয়েছে তুমি কি তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে? (মুসনাদে আহমাদ-৮২৯২) আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে খুরাজবিহীন ক্ষমা করবেন, খুরাজের শর্ত দিয়ে তার ক্ষমার পথ রুদ্ধ করতে যাওয়া নিজের ক্ষমার পথ রুদ্ধ করার নামান্তর। অপর এক হাদীসে রসূল স. বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললো- আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা বললেন: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أَعْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَخْطُتُ عَمَلَكَ কে সে! যে আমার ব্যাপারে শপথ করে বলতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? যাও আমি অমুককে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমার আমল বাতিল করে দিলাম। (মুসলিম-৬৪৪২) এ হাদীসটি আনা হয়েছে বান্দাকে আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ না করা অধ্যায়ে। আর তওবা কবুলের সাথে বাড়তি শর্ত যোগ করার মাধ্যমে বান্দাকে আংশিক হলেও আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ করা হচ্ছে।

দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তার আক্বীদা

দাওয়াতের ক্ষেত্র বর্ণনা করতে গিয়ে মাওঃ সাআদ সাহেব বলেন, “হিদায়াত প্রাপ্তির স্থান একমাত্র মাসজিদ। ঐ দ্বীনী শাখা ও বিভাগ যেখানে কেবল দ্বীনই পড়ানো হয়, তার সম্পর্কও যদি মাসজিদের সঙ্গে না থাকে তবে আল্লাহর কসম! তার মধ্যেও দ্বীন হবে না; দ্বীনের তালীম হতে পারে, কিন্তু দ্বীন হবে না। দেওবন্দের অবস্থান প্রণয়ণকারী উলামায়ে কিরাম বলেন, “চয়নকৃত এ বক্তব্যে মাসজিদের সাথে সম্পর্ক বলে তার উদ্দেশ্য মাসজিদে গিয়ে নামায পড়া নয়। বরং এ কথা বলে তিনি মাসজিদের গুরুত্ব এবং দ্বীনের কথা মাসজিদে গিয়ে বলার ব্যাপারে তার স্বতন্ত্র ও বিশেষ মতাদর্শের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যার বিস্তারিত বর্ণনা অডিও রেকর্ডে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কথা দ্বারা তার দৃষ্টিভঙ্গি এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, দ্বীনের কথা মাসজিদের বাইরে বলা ছুন্নাতের খেলাফ এবং আশিয়ায়ে কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের পরিপন্থী।”

মাওঃ সাআদ সাহেব তার এ বক্তব্য দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন-ছুন্নাহর পরিপন্থী। কারণ কুরআনের আয়াতে দাওয়াতের আমল মুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর রসূল স.-এর জীবনীতে অসংখ্য ঘটনা

বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি মাসজিদের বাইরে দাওয়াতের আমল করেছেন। সহীহ হাদীস থেকে তার কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে পেশ কলো।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ইয়াহুদী বালক রসূল স.-এর খেদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূল স. তাকে দেখতে গেলেন এবং তার মাথার কাছে বসে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তখন সে তার পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বললো- আবুল কাসেম অর্থাৎ রসূল স.-এর অনুকরণ করো। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেলো। তখন রসূল স. এ কথা বলতে বলতে বের হলেন যে, «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি এ বালকটিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন। (বুখারী-১২৭৩)

হযরত মুসায়্যিব বিন হাযান রা. থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন আবু তালেবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। তখন রসূল স. তার কাছে আসলেন। এসে আবু জাহেল এবং আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াকে সেখানে দেখতে পেলেন। রসূল স. আবু তালেবকে বললেন, «يَا أَعْمَى: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ» "চাচা আপনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। ঐ কালিমার কারণে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সাক্ষ্য দিবো। (বুখারী-১২৭৭)

হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত সাআদ বিন উবাদা রা. অসুস্থ হলে রসূল স. একটি গাধার পিঠে আরোহন করে তাঁকে দেখতে গেলেন। পথিমধ্যে এমন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যেখানে আব্দুল্লাহ বিন উবাইহ (মুনাফেক) ছিলো এবং অন্যান্য মুসলমান, মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজকরা ছিলো। রসূল স. তাদেরকে সালাম দিলেন, দাঁড়ালেন এবং সওয়াবী থেকে অবতরণ করে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। (বুখারী-৪২১০)

অপর একটি হাদীসে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, খায়বারের যুদ্ধে রসূল স. তাঁর হাতে বাস্তা দিয়ে এই ইরশাদ করলেন যে, «انْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ»

تُؤْمِنُ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ،

গতিতে চলে তাদের (ইয়াহুদীদের) আগ্নিনায় উপস্থিত হও। অতঃপর তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেও। (বুখারী-৩৮৯৫)

এ হাদীস চারটি থেকে প্রমাণিত হলো যে, রসূল স. তাঁর মুশরিক চাচাকে তার ঘরে, ইয়াহুদী বালককে তার ঘরে, আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুলসহ মজলিসে উপস্থিত মুসলমান, মুশরিক, ইয়াহুদী এবং মূর্তিপূজকদেরকে চলার পথে রাস্তায় এবং খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে জিহাদের ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। উপরিউক্ত চারটি হাদীস ছাড়াও তায়েফের ঘটনাসহ অসংখ্য ঘটনায় এটা প্রমাণিত আছে যে, রসূল স. যখন যে ক্ষেত্রে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। সুতরাং দাওয়াতের আমলকে শুধু মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা রসূল স. এবং সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের পরিপন্থী।

মাওঃ সাআদ সাহেব দাওয়াতের আমলকে শুধু মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা সংক্রান্ত এ মতাদর্শের পক্ষে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। আমি প্রথমে হাদীসটি তুলে ধরছি যা থেকে তার দলীলের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা করি। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ السُّوقِ، مَا أَعْجَزَكُمْ» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسَّمُ، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَنَتَأَخَذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ» قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ» فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا لَكُمْ؟» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَلَمْ نَرِ فِيهِ شَيْئًا يُقَسَّمُ. فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟» قَالُوا: بَلَى، رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ، وَقَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَكَّرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَيْحُكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. মদীনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে অক্ষম করে দিলো। তারা বললো, হে আবু হুরায়রা কী ব্যাপার? তিনি বললেন, রসূল স.-এর পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন হচ্ছে, আর তোমরা এখানে? তোমরা গিয়ে তোমাদের

অংশ নিবে না? তারা বললো, তা কোথায়? তিনি বললেন, মাসজিদে। অতঃপর তারা দৌড়ে গেলো এবং ফিরে আসলো, আর আবু হুরায়রা তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারা ফিরে আসলে হযরত আবু হুরায়রা তাদেরকে বললেন যে, তোমাদের কী হলো? তারা বললো হে আবু হুরায়রা! আমরা মাসজিদে গেলাম এবং ভিতরে প্রবেশ করলাম, তো সেখানে কিছুই বণ্টন হতে দেখলাম না। হযরত আবু হুরায়রা বললেন, তোমরা সেখানে কাউকে দেখিনি? তারা বললো, হ্যাঁ, কিছু মানুষকে নামায পড়তে, কিছু মানুষকে কুরআন তিলাওয়াত করতে আর কিছু মানুষকে হারাম-হালাল সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখেছি। হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, সর্বনাশ তোমাদের! ওটাইতো নবী স.-এর পরিত্যক্ত সম্পদ। (আল-মু'জামুল আওসাত লিততবারানী, হাদীস নং- ১৪২৯)

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! হযরত আবু হুরায়রা রা. মাসজিদ থেকে দাওয়াত দেয়ার জন্য বাজারে গিয়ে ছিলেন এমন কোন প্রমাণ এ হাদীসে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, তিনি এমনিতেই বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবার যাদেরকে সংবাদ দিয়ে ছিলেন তাদের সাথে তিনি নিজে মাসজিদ পর্যন্ত যাননি। আর মাসজিদে যে কয়টি কাজ হচ্ছিলো তার মধ্যে দাওয়াতের কোন আমল ছিলো না। তাহলে কী করে এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হতে পারে যে, দাওয়াত মাসজিদেই দিতে হবে? মাসজিদের বাইরে দাওয়াত দেয়া যাবে না। উপরন্তু যখন অসংখ্য হাদীস এর পক্ষে বিদ্যমান রয়েছে যে, রসূল স. এবং সাহাবায়ে কিরাম মাসজিদের বাইরে দাওয়াত দিয়েছেন। আবার এ হাদীসের ভিত্তিতে দাওয়াত, তালীম ও এস্তেকবালের নতুন আমল তাবলীগের মধ্যে সংযোজন করাও হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং সুতরাং কুরআন-ছুন্নাহর দিকনির্দেশনা সামনে না রেখে কোন একটি হাদীসের বাহ্যিক রূপ দেখে তা দ্বারা একটি নতুন মতাদর্শ কায়েম করা মোটেও ছুন্নাহ সম্মত নয়।

এ আক্বীদার কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি

এ আক্বীদা পোষণ করার কারণে প্রথম ক্ষতি কুরআন-ছুন্নাহ মোতাবেক আমল করা থেকে মাহরুম হওয়া। দ্বিতীয় ক্ষতি কুরআন-ছুন্নাহর বিধি-বিধান বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া। তৃতীয় ক্ষতি দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ও

ব্যাপক আমল সংকুচিত হওয়া এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসার কমে যাওয়া। কোন মুসলমান জেনে-বুঝে এটা মেনে নিতে পারে না।

কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে তার মন্তব্য

পারিশ্রমিক গ্রহণ করে দ্বীন শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে মাওঃ সাআদ সাহেব বলেন, “পারিশ্রমিক নিয়ে দ্বীন শেখানো দ্বীন বিক্রির নামান্তর। কুরআনে কারীম শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর আগে যিনাকারীরা জান্নাতে যাবে”।

এ মন্তব্যের মাধ্যমে মাওঃ সাআদ সাহেব সমগ্র উম্মাতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কারণ এ মাসআলার ব্যাপারে এখন চারও মায়হাবের ফতওয়া এই যে, ‘পারিশ্রমিক গ্রহণ করে কুরআন শিক্ষা দেয়া বৈধ’।

চার মায়হাবের ইমামগণের মধ্যে দুই ইমাম তথা হযরত ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেঈ রহ. পারিশ্রমিক গ্রহণ করে কুরআন শিক্ষা দেয়াকে স্পষ্ট ভাষায় বৈধ বলেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর সময়ের বিভিন্ন বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করে অবৈধ বললেও হানাফী মায়হাবের পরবর্তী ইমামগণ দ্বিনী প্রয়োজনে এটাকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লামা যুহাইলী বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেন যে,

وقال الإمامان مالك والشافعي: تجوز الإجارة على تعليم القرآن لأنه استئجار لعمل معلوم ببدل معلوم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم «زوج رجلاً بما معه من القرآن» فجاز جعل القرآن عوضاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وهو حديث صحيح. وثبت أن أبا سعيد الخدري رقى رجلاً بفاتحة الكتاب على جُعل، فبرئ، وأخذ أصحابه الجعل، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه وسألوه فقال: «لعمري من أكل برقية باطل (أي كلام باطل) فقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم». قال صاحب الكنز الحنفى: والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن، وهو مذهب المتأخرة من مشايخ بلخ (الفقه الإسلامى وادلتة: فى شروط صحة الاجارة).

অনুবাদ: দুই ইমাম তথা ইমাম মালেক ও শাফেঈ রহ. বলেন, কুরআন শিক্ষা

দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। কারণ এটা নির্দিষ্ট শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ। এ কারণেও এটা বৈধ যে, রসূল স. এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন (তার মুখস্থ থাকাক) কুরআনের বিনিময়ে। সুতরাং কুরআনকে বিনিময় বানানো বৈধ। আবার রসূল স. এটাও ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যেসকল জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করে থাকো তন্মধ্যে কুরআনই অগ্রগণ্য। আর এ হাদীসটি সহীহ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে এটা প্রমাণিত আছে যে, তিনি কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময় এক ব্যক্তিকে ছুরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিলে সে সুস্থ হয়ে গেলো। হযরত আবু সাঈদ রা.-এর সাথী সঙ্গীরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তা রসূল স.-এর নিকট এনে সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রসূল স. ইরশাদ করেন: আমার জীবনের শপথ, তুমি তো হক জিনিস দ্বারা ফুঁক দিয়ে কিছু গ্রহণ করেছো। যে ব্যক্তি বাতিল কিছু পড়ে ফুঁক দিয়ে বিনিময় নেয়? (তার অবস্থা কি হবে) তোমরা ওটা খাও, আর তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ দাও। কানবুদ দাকায়েক কিতাবের লেখক, হানাফী আলেম বলেন, বর্তমান যুগের ফতওয়া- কুরআন শিখিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার পক্ষে। আর এটা পরবর্তী যুগের বলখের মাশায়েখদের মাযহাব। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্লাতুহু অধ্যায়: شروط صحة الاجارة অর্থাৎ ভাড়া দেয়া শুদ্ধ হওয়ার শর্ত)

আর ইমাম আহমাদ রহ. থেকে জায়েয এবং মাকরুহ দুই ধরনের মত বর্ণিত আছে। (আল-মুগনী: ৫/৪১১) কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের পরবর্তী মুফতিগণও কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ, প্রসিদ্ধ আলেম এবং সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. বলেন, الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك

কুরআন শিক্ষা এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। কারণ মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। আর এ শিক্ষা দান যেমন শিক্ষকের জন্য কষ্টকর তেমন শিক্ষকের কামাই-রোজগারের পথেও বাঁধা। সুতরাং যখন কোন শিক্ষক কুরআন শিক্ষা, কুরআন হিফজ করানো

এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তো এ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হলো এটা তার জন্য কোন সমস্যা নেই। (মাযমূউ ফতওয়া বিন বায: ৫/৩৬৪)
হানাফী মাযহাবে প্রথমে কেন মাকরুহ ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে কী কারণে জায়েয বলা হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ইমামগণ বলেন,

إنما كان المتقدمون يكرهون ذلك لأنه كان للمعلمين عطيات من بيت المال وكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمر معاشهم، وقد كان في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسنة، وللمتعلمين مروة في المجازاة بالإحسان من غير شرط أما اليوم ليس لهم عطيات من بيت المال والتعليم يشغلهم عن اكتساب ما لا بد لهم من أمر المعاش وانقطع رغبة المعلمين في الاحتساب ومجازاة المتعلمين من غير شرط، فتجوز الإجارة ويجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس بها وبه يفتى. (المحيط البرهاني: في نوع آخر في الاستئجار على الطاعات، وفي العناية هكذا)

অনুবাদ : হানাফী মাযহাবের গুরু যুগের ইমামগণ এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। যেহেতু দ্বীনী ইলম বা কুরআনের শিক্ষকদের জন্য বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হতো। আর তা দ্বারা শিক্ষকদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় তাঁরা পারিশ্রমিক গ্রহণের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। আর বিনা বেতনে কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে উৎসাহও ছিলো লক্ষণীয়। শর্তবিহীন উস্তাদের অনুগ্রহের বিনিময়ে তাঁকে কিছু দেয়ার বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে অনুভূতি জাগ্রত ছিলো। আর বর্তমান যুগে বাইতুল মাল থেকে শিক্ষকদের ভাতা নেই। আর কুরআন শিক্ষা দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলে তাঁর প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন বাঁধাগ্রস্ত হয়। আবার বিনা বেতনে পড়ানোর বিষয়ে শিক্ষকদের আগ্রহ এবং শর্তবিহীন উস্তাদের অনুগ্রহের বদলা দেয়ার ব্যাপারে ছাত্রদের অনুভূতি উভয় দিকেই শৈথিল্য এসেছে। সুতরাং পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বেধ এবং পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য ছাত্রকে বাধ্য করা যাবে। এমনকি পাওনা আদায়ে প্রয়োজনে তাকে বন্দীও করা যাবে। (আল-মুহীতুল বুরহানী: ৭/৪৮০, আল-ইনায়াহ: ৯/৯৮)

পূর্ববর্তী সকল ফতওয়ার কিতাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ. এ বিষয়ে যে অনুসন্ধানী মন্তব্য পেশ করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(قَوْلُهُ وَيُفْتَى الْيَوْمَ بِصَحِّهَا لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ) قَالَ فِي الْهَدَايَةِ: وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَحْسَنُوا الْإِسْتِجَارَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ لظُهُورِ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ، فَفِي الْإِمْتِنَاعِ تَضْيِيعُ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ، وَقَدْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَيْضًا فِي مَثْنِ الْكُنْزِ وَمَثْنِ مَوَاهِبِ الرُّحَمَنِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ، وَزَادَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَايَةِ وَمَثْنِ الْإِصْلَاحِ تَعْلِيمِ الْفِقْهِ، وَزَادَ فِي مَثْنِ الْمَجْمَعِ الْإِمَامَةِ، وَمِثْلُهُ فِي مَثْنِ الْمُلْتَقَى وَذُرَرِ الْبَحَارِ.

وَزَادَ بَعْضُهُمُ الْأَذَانَ وَالْإِمَامَةَ وَالْوَعْظَ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مُعْظَمَهَا، وَلَكِنَّ الَّذِي فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ الْإِقْتِصَارُ عَلَى مَا فِي الْهَدَايَةِ.

অনুবাদ : আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ. প্রথমে আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী রহ.-এর মন্তব্য বর্ণনা করেন যে, “বর্তমান সময়ে কুরআন ও ফিকহ শিক্ষা দিয়ে, ইমামতি করে এবং আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ বলে ফতোয়া দেয়া হয়ে থাকে।” এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হিদায়া কিতাবে বলা হয়েছে, বর্তমানে মানুষের মধ্যে দ্বীনী বিষয়ে গাফিলতি প্রকাশ পাওয়ায় কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে কোন কোন মাশায়েখ পছন্দ করেন। কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে অবৈধ সাব্যস্ত করলে কুরআনের সংরক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ কথার উপরেই ফতোয়া। কানবুদ্দাক্বায়েক, মওয়াহিবুর রহমান এবং আরো অনেক কিতাবে দ্বীনী কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতাকে শুধু কুরআন শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। মুখতাসারুল বেক্বায়া ও আল-ইসলাহ নামক কিতাবে ইলমে ফিকহ শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকেও এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আর আল-মাজমা’ কিতাবে ইমামতি করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকেও বৈধ বলা হয়েছে। অনুরূপ মতামত আল-মুলতাক্বা ও দুরারুল বিহার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আবার অনেক মাশায়েখ আযান-ইক্বামত দিয়ে এবং ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকেও বৈধ বলেছেন। আদুররুল মুখতার কিতাবের লেখক আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী রহ. এগুলোর অধিকাংশ উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ কিতাবে হেদায়া কিতাবে উল্লিখিত বিধান-এর উপর ক্ষান্ত করেছে অর্থাৎ পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতাকে শুধু কুরআন শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। (শামী: ৬/৫৫ ও ৫৬)

কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণের মাসআলার সমাধান আমরা ভিন্ন এক আঙ্গিকেও বের করার চেষ্টা করতে পারি। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী কারীম স.কে যে সকল কাজের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী দেয়া হয়েছিলো তন্মধ্যে কুরআনের শিক্ষা অন্যতম। (ছুরা জুমআহ-২) নবী কারীম স.-এর ইত্তিকালের পর যখন হযরত আবু বকর ছিদ্বীক রা. খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনিও রসূল স.-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ সকল দায়িত্ব পালনের জিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন যেসকল জিম্মাদারী রসূল স. পালন করতেন। আর মূল দায়িত্বশীলের আওতায় কুরআনের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকায় স্বাভাবিকভাবে তা খলিফার দায়িত্বেরও আওতাভুক্ত ছিলো। তিনি কুরআনের শিক্ষাসহ নবীর অন্যান্য দায়িত্ব পালনের অঙ্গিকার নিয়ে খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর সংসার পরিচালনার খরচের প্রশ্নটি সামনে আসে। তখন দায়িত্বশীল সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্তের ফলাফল হযরত আবু বকর ছিদ্বীক রা. এভাবে পেশ করেন যে, «لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حَرْفِي لَمْ تَكُنْ تَعْجُزُ عَنْ مَثُونَةِ أَهْلِي، وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ» আমার কওম জানে যে, আমার ব্যবসা আমার পরিবারের খরচ মেটাতে অক্ষম ছিলো না। এখন আমি মুসলমানদের খেদমতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আবু বকরের পরিবার এ (রাষ্ট্রীয়) সম্পদ থেকে খাবে, আর মুসলমানদের দায়িত্ব পালন করবে। (বুখারী-১৬৪০)

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! নবী কারীম স.-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করা একান্তই দ্বীনী বিষয়। এর বিনিময় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভাতা গ্রহণের কারণ হিসেবে তিনি পেশ করেছেন যে, আমার ব্যবসা আমার পরিবারের খরচ মেটাতে সক্ষম ছিলো। এখন আমি মুসলমানদের খেদমতে ব্যস্ত অর্থাৎ এ কাজে সময় দেয়ার কারণে আমি ব্যবসা করতে পারছি না। তাই আমার পরিবার বায়তুল মাল থেকে খাবে। উল্লিখিত কারণসমূহ বর্তমান কালের কুরআন শিক্ষার শিক্ষকের মধ্যে ছবছ বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা ভিন্ন কোন কাজ করে সংসারের খরচ জোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু মুসলমানের সন্তানদের কুরআন শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ভিন্ন কাজের অবসর মিলছে না। সুতরাং এ মেহনতের বিনিময়ে তাঁরা মুসলমানদের সম্পদ থেকে সংসারের প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ গ্রহণের অধিকার রাখেন। শিক্ষকের মর্যাদা অনুসারে চার/পাঁচজনের একটি পরিবার পরিচালনার

জন্য বাংলাদেশ সরকার যে বেতন স্কেল নির্ধারণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে কুরআন শিক্ষার শিক্ষকগণ তার পাঁচ/সাত ভাগের এক ভাগও পান না। শ্রমের সাথে বেতনের যে সামঞ্জস্য থাকার কথা তার কিছুই এখানে বিদ্যমান নেই।

আবার হযরত আবু বকর ছিন্দীক রা. যে তহবিল থেকে অর্থ গ্রহণ করতেন তা প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার দান যা রাষ্ট্রীয় মাধ্যম হয়ে তাঁর হস্তগত হতো। এখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ঐ রকম না থাকায় মুসলমানদের ঐসকল দান সরাসরি শিক্ষকের হস্তগত হয়ে থাকে। সুতরাং উভয়টির মধ্যে বেশ খানিকটা মিল রয়েছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তখন শুধু খলিফার ভাতাই প্রদান করা হতো না, বরং ইমাম, গভর্নর, কাজী, শিক্ষকসহ রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্বশীলদের বেতন-ভাতাই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করা হতো। হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণ কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে বেতন গ্রহণের বৈধতার কারণ হিসেবে এ কারণটিও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে বিষয়ের বৈধতার পক্ষে হাদীস ও আছারে সাহাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে এবং চার মাযহাবের ফতওয়া ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আমল রয়েছে। এমন একটি বিষয়কে দ্বীন বিক্রয় এবং ব্যাভিচারের সাথে তুলনা করে মাওঃ সাআদ সাহেব নিজেকে জমহুরে উম্মাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন।

জমহুরে উম্মাতের বিপরীতে মাওঃ সাআদ সাহেবের জারীকৃত ফতওয়ার পক্ষে হয়তো তিনি হযরত উমার রা. থেকে মাউয়ু' তথা বানোয়াট সনদে বর্ণিত একটি আছারকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকতে পারেন। আমি প্রথমে সে আছারটি পেশ করছি, অতঃপর সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বিশ্লেষণও তুলে ধরছি। আশা করি তাঁদের বিশ্লেষণ দ্বারা উক্ত দলীলের অসারতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরত খতীবে বাগদাদী রহ. আছারটি এভাবে বর্ণনা করেন যে,

أنا أبو الحسن علي بن إبراهيم البصري ، نا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر الخلال ، نا العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي ، نا جبارة بن المغلس ، نا المعلى بن هلال الأحمر، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال عمر بن الخطاب : يا أهل العلم والقرآن ، « لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنًا ، فيسيفكم الزنا إلى الجنة » (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: ٣٥٦/١)

অনুবাদ : হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার রা. বলেন, হে কুরআন ও ইলমের বাহকগণ! তোমরা ইলম ও কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করো না। তাহলে যিনাকারীরা তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে। (আল-জামে' লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে', খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৬, আছার নং-৮৩৫)

আছারটির স্তর : মাউযু' তথা বানোয়াট। এ আছারটি হযরত মুজাহিদ রহ. হযরত উমার রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ হযরত উমার রা.-এর সঙ্গে হযরত মুজাহিদ রহ.-এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়। হযরত উমার রা.-এর মৃত্যুর সময় মুজাহিদ রহ.-এর বয়স ছিলো মাত্র দু'বছর। (আছ-ছিকাত লিইবনে হিব্বান, রাবী নং-৫৪৯৩) সুতরাং এ আছারটির প্রথম ক্রটি হলো- এটি সনদ বিচ্ছিন্ন। আর দ্বিতীয় ক্রটি হলো- এ আছারটির বর্ণনাকারী মুআল্লা বিন হিলাল একজন চরম মিথ্যাবাদী এবং হাদীস জালিয়াতিতে অভ্যস্ত। তার হাদীস জালিয়াতির বিষয়ে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ একমত। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, সে মিথ্যাবাদী এবং তার বর্ণিত হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট। ইয়াহইয়া বিন মাদ্বীন রহ. বলেন, সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা ও হাদীস বানোয়াটের কাজে প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, সে নির্ভরযোগ্যও নয় নিরাপদও নয়। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, সে চরম মিথ্যাবাদী এবং হাদীস বানোয়াটে অভ্যস্ত। এ ছাড়াও বহু মুহাদ্দিসীনে কিরাম তার ব্যাপারে এ জাতীয় মন্তব্য করেছেন। তবে সংক্ষিপ্ততার জন্য আমি শুধু উল্লেখযোগ্য ইমামগণের মন্তব্য তুলে ধরলাম। এ মন্তব্যগুলো বর্ণিত হয়েছে রিজাল শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব তাহজীবুল কামাল উক্ত রাবীর জীবনী আলোচনায়। (রাবী নং-৬১০২) আরো বিস্তারিত অনুসন্ধান করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এক কথায় তার বিষয়ে এ মন্তব্য পেশ করেন যে، اتفق تكذيبه রাবীদের জীবনী পর্যালোচনাকারী ইমামগণ সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। (তাকরীবুত তাহজীব, রাবী নং- ৬৮০৭)

ইমামগণের ঐকমত্যে স্বীকৃত মিথ্যাবাদী ও হাদীস বানোয়াটের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হযরত উমার রা.-এর প্রতি ঐ কথার সম্বন্ধ করার কারণে যেমনিভাবে তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়,

তেমনিভাবে এ বানোয়াট কথার উপর ভিত্তি করে জমহুরে উম্মাতের বিপরীত কোন মত পেশ করা বা মন্তব্য করার মাধ্যমে নিজেকে জমহুরে উম্মাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আর প্রকৃত অর্থেও মাওঃ সাআদ সাহেব এ মাসআলায় নিজেকে জমহুরে উম্মাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন।

বিঃ দ্রঃ- হাদীসটি মাউয়ু' তথা বানোয়াট হওয়ার সাথে সাথে কোন কোন নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিতে الصلاة শব্দের পরিবর্তে الصلاة শব্দ বর্ণিত আছে। যার অর্থ হয়- “তাহলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে”।

এ মন্তব্যের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ

মাওঃ সাআদ সাহেব যদি এটাকে একান্তই ঐরকম জঘন্য মনে করে থাকেন তাহলে দ্বীনী শিক্ষা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রথমে বিশ্বব্যাপী বিনা বেতনে কুরআন শিক্ষা দান ব্যবস্থা চালু করা দরকার ছিলো। ঐ পদক্ষেপ সফল হলে যদি তিনি বেতন নিয়ে কুরআন শিখানোর চলমান ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা দিতেন তাহলে ফতওয়া ভুল হলেও দ্বীনী শিক্ষা টিকে থাকতো। কিন্তু তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যতীত তিনি যে ফতওয়া! প্রচার করেছেন যদি মানুষ তা মেনে নিতো তাহলে বিশ্বব্যাপী দ্বীনী শিক্ষার ধস নেমে আসতো। আল্লাহ তাআলা হিফাজত করেছেন যে, মুসলমানরা তার ফতওয়া! গ্রহণ করেনি। মাওঃ সাআদ সাহেবের মূল উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে দ্বীনী শিক্ষা টিকিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যতীত এ ধরনের ফতওয়া প্রদানকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বীনী শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রই বলতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং সকল মুসলমানকে হিফাজত করুন।

উল্লেখ্য, দুনিয়াতে যারা যেখানে হকের উপর অটল থেকে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, তারা সকলেই জনসাধারণকে নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কিরামের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা, তাঁদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাঁদেরকে মেনে চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও তাকিদ করে থাকে। ফাযায়েলে তাবলীগের মধ্যেও যুবাল্লিগ ভাইদেরকে এ সম্পর্কে খুব বেশী তাকিদ করা হয়েছে। এর বিপরীতে দ্বীনের লেভেল লাগিয়ে যারাই ভিন্ন মিশন ও মতাদর্শ বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত আছে তারা সকলে সতর্কতার সাথে নিজেদের কর্মীদেরকে এমনভাবে উলামা বিদেষী করে গড়ে তোলে যাতে কেউ তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখতে এবং কোন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে না যায়।

এ ক্ষেত্রে তারা যে মন্তব্যটি বিশেষভাবে ব্যবহার করে থাকে তা এই

যে, বর্তমান দুনিয়াতে কোন হক্কানী আলেম নেই। আলেম নামে যারা আছে তারা স্বার্থপর। স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে তারা আর হক কথা বলে না। উলামায়ে কিরাম থেকে জনসাধারণকে দূরে সরানো এবং তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টির ব্যাপারে এ মন্তব্যটি বেশ ফলপ্রসূ।

কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পর্কে মাওঃ সাআদ সাহেবের উপরিউক্ত মন্তব্য সঠিক বলে যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছে তাদের দৃষ্টিতে দ্বীনী শিক্ষার সাথে জড়িত প্রায় শতভাগ উলামায়ে কিরাম যিনাকারের চেয়ে নিকৃষ্ট। সুতরাং কোন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য তারা উলামায়ে কিরামের নিকট যাওয়ার তুলনায় যিনাকারের কাছে যাওয়া বেশী পছন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক। এ কাজে মাওঃ সাআদ সাহেবের মূল উদ্দেশ্য কী তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, উলামায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এমন মন্তব্য করার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখলাছের শক্তি ও উলামায়ে কিরামের দিকনির্দেশনায় প্রায় শত বৎসর যাবৎ চলমান দ্বীনী কাজটিকে তিনি সূক্ষ্মভাবে এমন একটি নতুন আদর্শের দিকে নিতে চাইছেন যা পূর্বসূরীদের আদর্শ পরিপন্থী। আর তার ধারণা মতে সে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বুঝা ও বাঁধা দেয়ার মত যোগ্যতা কেবল উলামায়ে কিরামেরই রয়েছে। তাই কৌশলে তাঁদেরকে সাইড করতেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। উলামায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির অবশিষ্ট কাজটি তার ভক্তরা এ মন্তব্য ব্যবহারের মাধ্যমে করে যাচ্ছে যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের কথায় উলামায়ে কিরামের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটেছে তাই তারা মাওঃ সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে লেগেছে।

জেনে রাখা দরকার যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের মন্তব্যের কারণে আমার জানামতে কোন আলেম ইমামতি হারাননি, শিক্ষকতাও হারাননি এবং কারো হাদিয়াও কমেনি। আর এগুলোকে উলামায়ে কিরাম তাঁদের শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণও করেননি। বরং তার মন্তব্যে উলামায়ে কিরামের স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টির কথাটি ঐসকল ভক্তদের সৃষ্ট যারা শিক্ষার সূচনা লগ্ন থেকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে দুনিয়া কামাই করা। হ্যাঁ! উলামায়ে কিরামের স্বার্থে যদি ব্যাঘাত ঘটে থাকে তাহলে তা ঘটেছে দ্বীনের নামে উম্মাতের সামনে ভুল তথ্য পেশ করার কারণে। তাই উলামায়ে কিরামের এ পদক্ষেপ কেবল দ্বীনী স্বার্থ রক্ষার জন্যই; দুনিয়া কামাইর লক্ষ্যে নয়।

মোবাইল ফোনে কুরআন শ্রবণ এবং জ্ঞানে দেখে তিলাওয়াত করার বিষয়ে তার মন্তব্য

মোবাইল ফোনে কুরআন শ্রবণ করা এবং জ্ঞানে দেখে তিলাওয়াত করার বিষয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন যে, “আমার মতে ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইল পকেটে রাখা অবস্থায় নামায হয় না। তোমরা উলামায়ে কিরাম থেকে যত ইচ্ছা ফতওয়া নাও, ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইলে কুরআনে কারীম শোনা এবং তা দেখে দেখে পড়া কুরআনে কারীমের অসম্মান প্রদর্শন। এতে গুনাহ ছাড়া কোনো ছাওয়াব মিলবে না। এর কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের উপর আমল করা থেকে মাহরুম করে দিবেন। যে সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে বৈধতার ফতওয়া দিচ্ছেন, আমার মতে তারা উলামায়ে ছু’, উলামায়ে ছু’ (নিকৃষ্ট আলেম)। তাদের মন-মস্তিষ্ক ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা একদম নিরেট অজ্ঞ আলেম। আমার মতে যে আলেম তা জায়েযের ফতওয়া দেয়, খোদার কসম! তার অন্তর আল্লাহ তাআলার কালামের আজমত শূণ্য”।

এ মন্তব্যের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রথমে তিনি একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, “আমার মতে ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইল ফোন পকেটে রাখা অবস্থায় নামায হয় না।” ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইল ফোন যেহেতু নব্য আবিষ্কৃত একটি বস্তু, রসূল স.-এর যুগে এটা ছিলো না। সেহেতু এ ব্যাপারে কুরআন-ছুল্লাহয় স্পষ্ট কোন কিছু উল্লেখ থাকা সম্ভব নয়। এ কারণে মাসআলাটির সমাধানে অভিজ্ঞ মুফতিদের শরণাপন্ন হওয়া দরকার।

মনে রাখতে হবে, কুরআন হলো আল্লাহর কালাম যা আল্লাহ তাআলার একটি ছিফাত। আল্লাহ তাআলা তাঁর ছিফাতসহ অনাদি ও অনন্ত। তাই আল্লাহর কালামও অনাদি এবং অনন্ত। তবে আমাদের সামনে কাগজে ছাপানো কুরআন শরীফ নামক কিতাবটি অনাদিও নয়, অনন্তও নয়। কারণ এর কাগজ, কালি, কলম এবং ছাপানো কুরআন শরীফের ছাপা সবই আমাদের হাতের তৈরী। প্রকৃত অর্থে এটা রসূল স.-এর জবানে উচ্চারিত আল্লাহর মূল কালামের ভাষা সংরক্ষণের মাধ্যম। রসূল স.-এর যুগে এটা পাথর, চামড়া, হাড়ি, চিরুণী এবং খেজুরের ডালে লিখে সংরক্ষণ করা হতো। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সফট কপি আকারে এটাকে কম্পিউটার এবং মোবাইল সেটে

সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং রসূল স.-এর জবানে উচ্চারিত আল্লাহর মূল কালামের ভাষা সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে কাগজে লেখা কুরআনের যে আদব ও সম্মান রয়েছে তা মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে সফট কপি আকারে সংরক্ষিত কুরআনেরও বজায় থাকবে। ছওয়াব ও নেকীর যে বিধি-বিধান ঐ কুরআনের রয়েছে তা ঐ কুরআনের জন্যও বহাল থাকবে। ঐ কুরআন যেভাবে গিলাফসহ ধরতে অযু প্রয়োজন হয় না ঐ কুরআনের উপরও সেন্সার গ্লাসের আবরণ থাকার কারণে স্ক্রীনে হাত দিতে অযু প্রয়োজন হবে না যদিও আদবের দাবী হলো অযুসহ হাত দেয়া। আদবের সাথে মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনার যে নির্দেশ আল্লাহ তাআলা ছুরা আরাফের ২০৪ নং আয়াতে দিয়েছেন তা যেমন মানুষের মুখে শুনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক তেমনি রেকর্ডের মাধ্যমে শুনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রেকর্ডের মাধ্যমে গান শুনলে যদি গুনাহ হয় তাহলে তিলাওয়াত শুনলে কেন ছওয়াব হবে না তা মাওঃ সাআদ সাহেবই বলতে পারবেন। আমার এ কথাগুলোর বাস্তবতা অভিজ্ঞ মুফতিদের ফতওয়ায়ও উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মুফতিগণ এ ফতওয়া দিয়েছেন যে, মোবাইল ফোনে ধারণকৃত তিলাওয়াত যদি আদব রক্ষা করে মনোযোগের সাথে শুনা হয় তবে তা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে তিলাওয়াত চালু করে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা বা তিলাওয়াতের অসম্মানী হয় এমন পরিবেশে তা চালু রাখা গুনাহ। আর রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে তা না শুনা, অন্যমনস্ক থাকা আদব পরিপন্থী। (আলাতে জাদীদাহ ২০৭; ফাতাওয়া বাইয়িনাত ৪/৫২২, মোবাইল ও সাক্ষাৎ: আদাব ও মাসায়েল পৃ. ৫৮)

ভারত উপমহাদেশের অন্যতম ফকীহ খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী তাঁর জাদীদ ফিকহে মাসায়েলেও (১/১৭০) এ জাতীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করা ও শুনার বিষয়ে ফিলিস্তিনের বিশিষ্ট আলেম, জামেয়াতুল কুদস-এর ফিকহ ও উসূল বিভাগের উসতাদ শায়খ হুসামুদ্দীন বলেন, **وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف لل تلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين**। কুরআন তিলাওয়াত করা বা কুরআন শুনার উদ্দেশ্যে সেটাকে মোবাইলে

সংক্ষণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং সেটা কুরআন প্রচার করা, শুনা এবং তা নিয়ে গবেষণা করার জন্য সহায়ক। তা থেকে মনোযোগ সহকারে শুনলে ছওয়াবও হবে। এটা নছীহাত, তালীম এবং মুসলমানদের মধ্যে কুরআন প্রচারের মাধ্যম। (ফতওয়া ইয়াসআলুনাকা: খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৯)

বিশিষ্ট মুফতিদের ফতওয়া থেকে জানা গেলো যে, মোবাইল ফোনের স্ক্রীনে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তাতে ধারণকৃত রেকর্ড থেকে তিলাওয়াত শুনা শুধু বৈধই নয়; বরং ছওয়াবের কাজ। অথচ মাওঃ সাআদ সাহেব তার গবেষণা দ্বারা এটাকে গুনাহের কাজ বলে জোরালো ভাষায় প্রচার করেছেন। আমাদের জানা মতে তিনি কোন মুফতি নন। আর মুজতাহিদ ইমামগণের গবেষণা সম্পর্কে তিনি কতটা পারদর্শী তা পূর্ববর্ণিত মন্তব্যগুলো থেকেই প্রমাণিত হয়। এ কারণে শরঈ বিষয়ে নিজের মত পেশ না করলে ভালো হতো।

নামাযের আরকান-আহকাম এবং ওয়াজিব ও ছুন্নাত ঠিক থাকলে মোবাইল ফোন পকেটে থাকার কারণে কেন নামায হবে না তা বোধগম্য নয়। নূরানী পড়ুয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও জানে যে নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি। তাবলীগের মুযাকারায়ও এটা আলোচনা হয়ে থাকে। উক্ত ১৯টি কারণের মধ্যেও এমন কোন কারণ আছে বলে আমার জানা নেই। কী কারণে তিনি শরীআতের বিষয়ে প্রমাণবিহীন নিজস্ব মত পেশ করলেন তা তিনিই বলতে পারবেন। তবে দ্বীনী বিষয়ে মনগড়া মন্তব্য করা যে গর্হিত অন্যায় এটা মনে হয় সকলেই বুঝেছে। সাথে সাথে এ জাতীয় মনগড়া ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে তিনি ছুরা বানী ইসরাঈলের ৩৬ নং আয়াতের বর্ণিত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: وَلَا تُقْفُؤْا مَا يُبَيِّنُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জানা নেই সে বিষয়ে তুমি কোন কিছু বলো না।

অতঃপর তিনি মোবাইল সম্পর্কে আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এ মাসআলায় তিনি বলেন, “ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইল ফোনে কুরআনে কারীম শোনা এবং তা দেখে দেখে পড়া কুরআনে কারীমের অসম্মান প্রদর্শন। এতে গুনাহ ছাড়া কোনো ছাওয়াব মিলবে না”। জেনে রাখা দরকার যে, ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কুরআন পড়লে তাতে ছওয়াব মিলবে কিনা এ বিষয়টিও গবেষণাধর্মী এবং এ ব্যাপারেও তার মন্তব্যটি

পূর্বের মত দলীলবিহীন। তিনি তৃতীয় একটি মন্তব্য করেন যা পূর্বের দুটির চেয়েও বেশী জঘন্য। তিনি বলেন, “যে সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে বৈধতার ফতওয়া দিচ্ছেন, আমার মতে তারা উলামায়ে ছু’, উলামায়ে ছু’। তাদের মন-মস্তিষ্ক ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা একদম জাহেল আলেম”। মনে রাখতে হবে যে, “ক্যামেরায়ুক্ত মোবাইল ফোনে কুরআনে কারীম শোনা এবং তা দেখে পড়ার মাসআলাটি গবেষণার সাথে সম্পর্কিত। আর গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন হয়ে থাকে। রসূল স.-এর ভাষ্য মোতাবেক কোন প্রকৃত গবেষক গবেষণা করে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে যদি তা ভুলও হয় তবুও তিনি সঠিক মাসআলা উদঘাটনের চেষ্টা করার কারণে একটি নেকি লাভ করেন। (বুখারী-৬৮৫০) সুতরাং কোন গবেষক যদি এ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন যে, মোবাইল ফোনে কুরআনে কারীম শোনা এবং তা দেখে দেখে পড়া বৈধ ও নেকীর কাজ। তাহলে রসূল স.-এর দৃষ্টিতে ঐ আলেম প্রশংসিত ও নেকীপ্রাপ্ত। অথচ মাওঃ সাআদ সাহেব কোন প্রমাণ ব্যতীত এমন একজন আলেমকে উলামায়ে ছু’, বলে মন্তব্য করেছেন, তার মন-মস্তিষ্ক ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত বলে মন্তব্য করেছেন এবং তাঁকে একদম জাহেল আলেম বলে মন্তব্য করেছেন। এ জাতীয় কটুক্তির মাধ্যমে তিনি খোদাভীরু আলেমের প্রতি বদ ধারণা করে ছুরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াত অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। নির্দোষ আলেমকে দোষারোপের মাধ্যমে হযরত মুআয রা. থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তিনি অপবাদ দানের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। (আল-মু’জামুল কাবীর: ২০/৩৯) তাঁদেরকে উলামায়ে ‘ছু’ ও জাহেল বলে গালি দানের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তিনি ফাসেক সাব্যস্ত হয়েছেন। (বুখারী-৪৬) রসূল স.-এর ঘোষণা “তিন শ্রেণীর মানুষকে কেবল মুনাফেকই অসম্মান করতে পারে। তাঁরা হলেন বৃদ্ধ মুসলমান, আলেম এবং ন্যায় বিচারক বাদশাহ”। (আল-মু’জামুল কাবীর-৭৮১৯) দুঃখের সাথেই বলতে হয় যে, তিনি নিজে একজন আলেম হয়েও আলেমদের শানে অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করে মুনাফেকী কাজ করেছেন। মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ ভুল করে থাকলে তা সঠিক পন্থায় এছলাহ করা দ্বীনী দায়িত্ব এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু সম্মানিত আলেমদের শানে এ জাতীয় কটুক্তি করা চরম অপরাধ। মোবাইল ফোনে কুরআনে কারীম শোনা এবং তা দেখে দেখে পড়া বৈধ ও

নেকীর কাজ বলে ফতওয়া প্রদানকারী উলামায়ে কিরামের মন-মস্তিষ্ক ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত মন্তব্য করে তিনি মূলতঃ প্রসিদ্ধ ঐ প্রবাদ **كلُّ إناء يترشح بما فيه** (যে পাত্রে যা থাকে কাত করলে তা-ই পড়ে)-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ঐ সকল উলামায়ে কিরামকে কুরআনের উপর আমল করা থেকে মাহরুম করে দিবেন মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রমাণবিহীন মিথ্যা আরোপ করেছেন যা তিনি সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। (ছুরা আরাফ-৩৩)

এ মন্তব্যের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি

উপরিউক্ত মন্তব্যের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহের মধ্যে প্রথম ক্ষতি হলো- কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ কমে যাওয়া, বিশেষ করে সফরের হালাতে। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো- প্রমাণবিহীন নিজের কথার সম্মুখ আল্লাহ তাআলার দিকে করার কারণে কঠিন গুনাহর শিকার হওয়া। তৃতীয় ক্ষতি হলো- উলামায়ে কিরামের প্রতি বদ ধারণা এবং জঘন্য মন্তব্য করার মাধ্যমে নিজের অবস্থান এবং দীনদারীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। চতুর্থ ক্ষতি হলো- শরীআতের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতার কারণে ভুল মাসআলা প্রচারের দায়ভার গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ধরনের আচরণ থেকে হিফাজত করুন।

কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তার মন্তব্য

কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তিনি এ মন্তব্য করেন যে, “প্রত্যেক মুসলমানের উপর কুরআনে কারীম বুঝে পড়া ওয়াজিব, ওয়াজিব, ওয়াজিব। যে এই ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার ওয়াজিব ছাড়ার গোনাহ হবে”।

মাওঃ সাআদ সাহেবের মন্তব্যের শেষাংশ (যে এই ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার ওয়াজিব ছাড়ার গোনাহ হবে) থেকে এটা স্পষ্ট যে, না বুঝে কুরআন পাঠকারী ব্যক্তিকে তিনি ছওয়াবের অধিকারী তো মনে করেনই না বরং ওয়াজিব তরকের কারণে তাকে গুনাহগার মনে করেন।

মনে রাখা দরকার যে, মানুষকে কুরআন বুঝানো রসূল স.-এর একটি স্বতন্ত্র কাজ। আর কুরআনের তিলাওয়াত করা আরেকটি স্বতন্ত্র কাজ। (ছুরা জুমআহ-২, ছুরা বাকারা-১২৯) আবার তারতীলের সাথে সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা আল্লাহ তাআলার নির্দেশও। (ছুরা মুজাম্মিল-৩) যারা

কুরআন বোঝে এবং বুঝে তিলাওয়াত করে তারা একত্রে রসূল স.-এর দুটি কাজের অনুকরণ করার কারণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। আর যারা বোঝে না কিন্তু যথা নিয়মে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে তারাও আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং রসূল স.-এর কাজের অনুকরণের কারণে নেকী পাবে। সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে রসূল স. তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন যে, «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا، أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِمْ حَرْفٌ» হরফ তিলাওয়াত করবে সে একটি নেকী লাভ করবে। আর নেকী হলো দশগুণ। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী-২৯১০)

এ হাদীসে নেকী বৃদ্ধির উদাহরণ দিতে গিয়ে রসূল স. এমন তিনটি হরফের উদাহরণ দিয়েছেন যার অর্থ কারো জানা-বুঝা নেই। এতে যখন নেকী মেলে তখন না বুঝে কুরআন পড়লে অবশ্যই নেকী মেলে। মাওঃ সাআদ সাহেবের এ আক্বীদা থেকে আরো বুঝে আসে যে, কিরাত ও হিফজ বিভাগে অধ্যায়নরত তালেবে ইলম ও শিক্ষকগণ শুধু অহেতুক কাজেই লিপ্ত নন বরং গুনাহের কাজেও লিপ্ত আছেন। আর কুরআন পাঠের ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস সবই জাল বা রহিত অথবা বুঝে পড়ার সাথে শর্তযুক্ত।

বিষয়টিকে আমরা সহীহ সনদে বর্ণিত রসূল স.-এর আরো একটি বাণী দ্বারা স্পষ্ট করতে পারি। রসূল স. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন: لَا يَنْفَعُهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ তিন রাতের কমে যে ব্যক্তি কুরআন খতম করে সে কুরআন বোঝে না। (মুসনাদে আহমাদ-৬৭৭৫) এবার আমি সহীহ সনদে ঐ সকল সাহাবা ও তাবিঈগণের বর্ণনা পেশ করছি যারা নামাযে বা নামাযের বাইরে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করেছেন।

রসূল স.-এর সাহাবা হযরত তামীমে দারী রা. এক রাকাতে কুরআন খতম করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৬৭৭) হযরত উসমান বিন আফ্ফান রা. এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৬৭৮) হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের রহ. কা'বার ভিতরে এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৬৭৯) রসূল স.-এর সাহাবা হযরত

উসমান বিন আবিদ আছ রা. এক রাতে এক রাকাতে কুরআন খতম করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৬৮০) হযরত আলকামা বিন কায়েস রহ. মক্কায়ে এক রাতে কুরআন খতম করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৬৮১) হযরত মুজাহিদ রহ.-এর উস্তাদ আলী বিন আদিল্লাহ আল-আযদী রমায়ানের প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৬৮৪) হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ রহ. রমায়ানের প্রতি দু'রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। (সুনানে সাঈদ বিন মানছুর-১৫১)

রসূল স.-এর ভাষ্য মোতাবেক বলতে হয় যে, এ সকল সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের এ তিলাওয়াত ছিলো নাবুঝা তিলাওয়াত। আর মাওঃ সাআদ সাহেবের মাসআলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে (নাউযুবিল্লাহ) এ কথা বলতে হয় যে, এ সকল সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ মুজাহাদার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা সত্ত্বেও ওয়াজিব তরকের কারণে গুনাহগার সাব্যস্ত হয়েছেন! যথাযোগ্যভাবে কুরআন-ছুন্নাহর ইলম হাসিল না করে এবং আকাবিরে দ্বীনের জীবনী না দেখে মনগড়া মাসআলা বলার পরিণাম এমনই হয়। এ জাতীয় মনগড়া ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে তিনি ছুরা বানী ইসরাঈলের ৩৬ নং আয়াতের বর্ণিত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জানা নেই সে বিষয়ে তুমি কোন কিছু বলো না।

এ বিশ্বাসের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ

মাওঃ সাআদ সাহেবের এ বিশ্বাসের কারণে প্রথম ক্ষতি হলো- কুরআন বুঝার পথ রুদ্ধ হওয়া। কারণ এ বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তি কুরআন বুঝা শেষ না করে তিলাওয়াত করবে না। আর এটা শতসিদ্ধ কথা যে, তিলাওয়াত না শিখে কেউ কুরআন বুঝতে পারে না। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো- এ বিশ্বাসের কারণে মুসলমান তাদের সন্তানদেরকে হাফেজ ও ক্বারী বানাতে নিরুৎসাহিত হবে। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটা শুধু বেফায়দাই নয়। বরং গুনাহর কাজও বটে। মানুষের অন্তরের খবর আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে মাওঃ সাআদ সাহেব কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষা নিয়ে যে কয়টি মন্তব্য করেছেন তার সামগ্রিক পরিণতি হলো- না বুঝে তিলাওয়াত করলে গুনাহ হবে বলার কারণে গুনাহের

ভয়ে তিলাওয়াতের প্রতি মানুষের উৎসাহ হারাবে। কুরআন বুঝার প্রথম স্তর তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ নষ্টের কারণে কুরআন শিক্ষার পথ সংকুচিত হবে। সফর ও গাড়ী-ঘোড়ায় কুরআন বহন করা দুষ্কর বিধায় বিকল্প অবলম্বন হিসেবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তিলাওয়াত করা ও শুনান যে আমল জিন্দা ছিলো তা নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে তিলাওয়াতের ব্যাপকতা থেমে যাবে। নামে মাত্র বেতন গ্রহণকারী কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জঘণ্য মন্তব্যের কারণে কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষার পথ রুদ্ধ হবে। এক কথায় কুরআন শিক্ষা বিস্তারের সকল পথ ও পছা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষের মৌলিক দ্বীনী প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা রেখেছেন কুরআনের মধ্যে। কুরআন রহমাত। (বনী ইসরাঈল-৮২) কুরআন বরকতময়। (ছুরা আনআম-৯২) কুরআনের প্রতি ঈমান আনা গুনাহের মাগফিরাত। (ছুরা মুহাম্মাদ-২) কুরআনের তিলাওয়াত ও শিক্ষা- সাকিনা ও রহমাত অবতীর্ণ হওয়া এবং ফেরেশতাদের উপস্থিতি ও তাদের সম্মানের বেষ্টনী প্রাপ্তি এবং আল্লাহর দরবারে আলোচিত হওয়ার উপায়। (মুসলিম-৬৬০৮, ছুরা বানী ইসরাঈল-৭৮) কুরআনের তিলাওয়াত কবরের আজাব প্রতিরোধকারী। (আল-মু'জামুল আওসাত-৯৪৩৮) কুরআনের তিলাওয়াত কলবের ময়লা পরিস্কারকারী। (শুআবুল ঈমান-১৮৫৯) কুরআন তিলাওয়াত আসমানে পুঞ্জিভূত সম্পদ এবং জমীনে নূর। (শুআবুল ঈমান-৪৫৯২) কুরআন হিদায়াত, হিদায়াতের প্রমাণ এবং হক-বাতিলের পার্থক্যকারী। (ছুরা বাকারা-১৮৫) কুরআন আল্লাহ তাআলার মজবুত রশি, সীরাতে মুসতাকীম, (ইবনে আবী শাইবা-৩০৬৩০) আল্লাহ তাআলা মাওঃ সাআদ সাহেবকে ক্ষমা করুন এবং ফিরে আসার তৌফিক দান করুন।

ইছলাহ ও তাজকিয়ার বিষয়ে তাঁর বিরূপ মন্তব্য

ইছলাহ ও তাজকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির বিষয়ে মাওঃ সাআদ সাহেব এ মন্তব্য করেন যে, “আমার তখন আফসোস হয় যখন জিজ্ঞাসা করা হয় ‘তোমার ইছলাহী সম্পর্ক কার সঙ্গে?’ তখন কেন বলেন না যে, আমার ইছলাহী সম্পর্ক এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সঙ্গে। এ কথার উপর বিশ্বাস করো যে, দাওয়াতের কাজ তরবিরতের জন্য কেবল যথেষ্টই নয় বরং ইছলাহের গ্যারান্টিও। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দাওয়াতের কর্মীদের পা নড়বড়ে হওয়ার মূল কারণ এটাই।”

মাওঃ সাআদ সাহেবের এ মন্তব্যটি কুরআন-ছুন্নাহ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান পদ্ধতির গোড়াপত্তনকারী মাওঃ ইলিয়াস রহ.-এর নীতি-আদর্শের পরিপন্থী। ইছলাহ ও তাজকিয়া শরীআতে একটি প্রশংসনীয় গুণ। আল্লাহ তাআলা রসূল স.কে যেসকল কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিলো তাজকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি। তাজকিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো- মানুষের অন্তর থেকে শিরক ও কুফুরের বদ আক্ফিদা দূর করে তাওহীদের আক্ফিদা আনায়ন করা। বদ আখলাক ও গুনাহের প্রবণতা দূর করে নেক আখলাক ও নেক কাজের উৎসাহ সৃষ্টি করা। নেক কাজের মধ্যে এখলাছ আনায়ন করা অর্থাৎ কেবল আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। দুনিয়াবী স্বার্থ বা ভিন্ন উদ্দেশ্য অন্তরে না রাখা ইত্যাদি।

জেনে রাখা দরকার যে, তাজকিয়ার মাধ্যম দাওয়াত ও তাবলীগ নয়। বরং এর অন্যতম মাধ্যম ও পন্থা হলো আহলুল্লাহদের সোহবাত বা সংশ্রব ইখতিয়ার করা। কারণ ইছলাহের জন্য একজন মুছলিহ তথা সংশোধক আবশ্যিক যাকে ইছলাহী তরীকার পরিভাষায় পীর, মুরশিদ বা শায়খ বলা হয়। তাজকিয়ায় আগ্রহী ব্যক্তি শায়খের সামনে নিজেকে পেশ করতে হয়। তিনি মুরীদের আমলের পদ্ধতি দেখেন, বোঝেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন। উপকারী আমল ও আমলের তরীকা বলে দেন এবং সে মোতাবেক আমল হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর সোহবাত ও সংশ্রবে নিজের মধ্যে আমলী জয়বা সৃষ্টি হয়। উপরিউক্ত উপকারের জন্য আহলুল্লাহদের সোহবাতই জরুরী। কোন দ্বীনদার, পরহেজগার মুরক্বীর পর্যবেক্ষণ ব্যতীত দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে এটা আদৌ সম্ভব নয়। এ কারণে আহলুল্লাহদের সোহবাত ইখতিয়ার করার বিষয়ে কুরআন-ছুন্নাহয় খুব বেশী উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন-ছুন্নাহর কিছু বাণী নিম্নে পেশ করা হলো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হও। (ছুরা তওবা-১১৯) সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার মধ্যে সোহবাতের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। আর সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার ফলাফল হলো নিজেকে সহজে সত্যবাদী হিসেবে গড়ে তোলা। সোহবাতের সুফলের বিষয়ে রসূল স. ইরশাদ করেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ، كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُخَذِّبَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكَبِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

সং সঙ্গী ও অসং সঙ্গীর উপমা হলো কস্তুরী বহনকারী ও কামারের হাঁপরের ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর কামারের হাঁপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারী-৫১৩৬)। এ ব্যাপারে রসূল স. আরো ইরশাদ করেন, **أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَلَاكٍ هَٰذَا الْأَمْرِ الَّذِي تُصِيبُ بِهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟، عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ** আমি কি তোমাকে এ বিষয়ের ভিত্তিমূল কি তা বলবো না? যা দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করতে পারবে। তা হলো তুমি আহলে জিকির তথা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন ব্যক্তিদের মজলিস আঁকড়ে ধরো। (শুআবুল ইমান-৮৬০৮)

সোহবাতের বরকতের বিষয়ে হযরত হানজালা রা.-এর একটি অনুভূতি পেশ করা যেতে পারে। হযরত হানজালা রা. রসূল স.-এর সোহবাতে থাকাকালীন অবস্থা এভাবে বর্ণনা করছেন, حَتَّى كَأَنَّ رَأْيِي، نُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، نُسَيِّنَا كَثِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ، فَيَذَرُخُنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّغَافَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا! হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার নিকট থাকি, আর আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করান, তখন মনে হয় যেন আমরা তা দেখছি। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে যাই এবং স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সাথে মিলিত হই তখন এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। (মুসলিম-৬৭১৩)

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও কর্মপন্থা এবং দায়ীর গুণাবলী সম্পর্কে লিখিত তাবলীগী নিসাবেও আহলুল্লাহদের সোহবাত ও সংশ্রব ইখতিয়ার করাকে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হযরত মাওঃ ইলিয়াস রহ. তাবলীগের কাজে আত্মনিয়গকারীদের প্রতি একটি হিদায়াতী পত্রে উল্লেখ করেন,

جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو ذکر بستلایا جاتا ہے اس کو نبہا رہے ہیں یا نہیں؟ جن کو بارہ تسبیحات بستائی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو تمارہہ کرو کہ وہ ایک ایک پہلے رائے پور حاکم (حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوریؒ) کی خدمت اور ان کی حاشیہ (میں) گذاریں۔ (مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ۱۳، جمع کردہ مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ)

যারা কারো কাছে বাইআত আছে তাদেরকে যে জিকির দেয়া হয়েছে তারা সেটা পূর্ণ করছে কিনা? যাদেরকে বারো তাসবীহ দেয়া হয়েছে তারা সেটা নিয়মিত পুরা করছে কিনা? যারা জিকির ও বারো তাসবীহ পালন করছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করো যেন তারা এক এক চিল্লা রায়পুর গিয়ে (হযরত মাওঃ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী রহ.-এর খেদমতে এবং তাঁর খানকায়) কাটায়। (হযরত মাওঃ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. কর্তৃক সংকলিত হযরতের পত্রসমূহ: পৃষ্ঠা-১৩৭)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো- দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান পদ্ধতির গোড়াপত্তনকারী মাওঃ ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগকে ইছলাহের জন্য যথেষ্ট বা নিশ্চয়তা কোনটাই বলেননি। বরং বাইআত গ্রহণকারী কর্মীদেরকে সবক আদায় এবং শায়খের দরবারে চিল্লা দেয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। ইছলাহের জন্য আহলুল্লাহদের সোহবাতে যাওয়ার তাকিদ দিয়েছেন।

অথচ মাওঃ সাআদ সাহেব দাওয়াত ও তাবলীগকে নবুওয়াতী কাজ আর ইছলাহের জন্য শায়খের সোহবাতে যাওয়াকে বিলায়াতী কাজ বলার মাধ্যমে ইছলাহের গুরুত্বকে হালকা করে ফেলেছেন। অথচ নবুওয়াতী কাজের যে ফিরিস্তি কুরআন থেকে পেশ করা হয়েছে তন্মধ্যে তাজকিয়ার কাজও নবী কারীম স.-এর মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। (ছুরা জুমআহ-২, ছুরা কাবারা- ১২৯)

দাওয়াতের কাজকে ইছলাহের নিশ্চয়তা বলার সম্ভাব্য ক্ষতি

মাওঃ সাআদ সাহেব দাওয়াতকে ইছলাহের নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি বলে ঘোষণা দেয়ার কারণে প্রথম ক্ষতি হলো- রসূল স.-এর একটি স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি তাচ্ছিল্য করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো- দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান পদ্ধতির গোড়াপত্তনকারী মাওঃ ইলিয়াস রহ. যেসকল নীতি-আদর্শের উপর এ কাজের ভিত্তি রেখেছিলেন সে নীতি-আদর্শের বরকত থেকে কাজকে সরিয়ে দেয়া। তৃতীয় ক্ষতি হলো- আহলুল্লাহদের সোহবাতের মাধ্যমে ইছলাহের যে সুফল রসূল স.-এর সময় থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানরা উপলব্ধি

করে আসছে সেটাকে পিছে ঠেলে দেয়ার মাধ্যমে ইছলাহের পথ সংকীর্ণ করে দেয়া। আক্ষেপ করে বলতে হয় যে, মাওঃ সাআদ সাহেব নিজে যদি খালেস দিলে কোন আহলুল্লাহর সোহবাতে থাকতেন তাহলে আশা করা যায় যে, এসকল আপত্তিকর কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেতো না।

চলমান তাবলীগী কাজকে পূর্ণ দ্বীন বলা সম্পর্কে তার মন্তব্য

মাওঃ সাআদ সাহেব দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান মেহনতকে পূর্ণ দ্বীন বলে বিশ্বাস করেন। মাওঃ ইবরাহীম দেওলা সাহেব দামাত বারাকাতুহুম নিজামুদ্দীন মারকাযের এক বয়ানে ছয় নম্বরের মেহনতকে দ্বীনের প্রাথমিক কাজ বলে আখ্যা দিলে মাওঃ সাআদ সাহেব পরবর্তী বয়ানে তার ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, আমার তো সেসব লোকের জন্য চিন্তা হয় যারা এখানে বসে বলে যে, ‘ছয় নম্বর পূর্ণ দ্বীন নয়।’ নিজের দই নিজেই টক আখ্যাদানকারী কখনো ব্যবসা করতে পারে না।”

মাওঃ সাআদ সাহেবের এ বিশ্বাস ও মন্তব্য এক দিকে যেমন কুরআন-ছুন্নাহ পরিপন্থী। আবার অপর দিকে এটা দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান পদ্ধতির গোড়াপত্তনকারী হযরত মাওঃ ইলিয়াস রহ.-এর নীতি-আদর্শেরও পরিপন্থী। কুরআন-ছুন্নাহ সম্পর্কে যাদের মোটামুটি জ্ঞান আছে তারা সকলেই জানে যে, দ্বীন একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার নাম। একজন মানুষের জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান এবং সবকিছুর পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি দ্বীনের মধ্যে আছে। ঈমানিয়াত, আখলাকিয়াত, ইবাদাত, মুআমালাত এবং মুআশারাত সবকিছুর সমন্বয়ের নাম দ্বীন। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত মূলতঃ একজন মানুষকে পূর্ণ দ্বীন মানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার একটি মেহনত। আর ছয় নম্বর হলো এমন কয়েকটি গুণ যার উপর আমল করে চলতে পারলে পূর্ণ দ্বীনের উপর আমল করা সহজ হয়। রসূল স. ইরশাদ করেন: **بُني الإسلام على خمس: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ** ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। (কালিমা তথা) লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেয়া, নামায কয়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা এবং রমায়ান মাসের রোজা রাখা। (বুখারী-৭) আর ছয় নম্বরের মধ্যে ইসলামের ঐ মূল পাঁচটি বুনিয়াদে মাত্র দুটি বিদ্যমান রয়েছে; আর তিনটিই অনুপস্থিত। বুনিয়াদী আমলের অধিকাংশ

না থাকা সত্ত্বেও সেটাকে পূর্ণ দ্বীন মনে করা গোঁড়ামী বা মূর্খতা। অন্য এক বর্ণনায় রসূল স. ইরশাদ করেন: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِنُّونٌ شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» অথবা বলেছেন সাতষাট্টিটি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (মুসলিম-৫৯) এ হাদীসে উল্লিখিত ঈমানের সাতাত্তরটি শাখার তালিকা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর ফাতহুল বারী ১ম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আমি ঐ সাতাত্তর শাখার মধ্যে খুব তালাশ করে আটটি শাখা চিহ্নিত করতে পেরেছি যা ছয় নম্বরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। শাখাগুলো এই- **الْتَلَفُ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَرُسُلِهِ، وَالصَّلَاةِ،** - আল্লাহ **وَتَعْلُمُ الْعِلْمَ، وَالذِّكْرَ، وَالْإِحْلَاصَ، وَالتَّوَّاضُعَ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَوْفِيرُ الْكَبِيرِ وَرَحْمَةُ الصَّغِيرِ ১** তাআলার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া, অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। ২. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। ৩. রসূল স.-এর প্রতি ঈমান আনা। ৪. নামায আদায় করা। ৫. ইলম শিক্ষা করা। ৬. জিকির করা। ৭. এখলাছ তথা নিয়ত শুদ্ধ করা। ৮. তাওয়াজু' তথা বিনয়। (বড়কে শ্রদ্ধা করা এবং ছোটকে স্নেহ করা এর আওতাভুক্ত) ঈমানের সাতাত্তরটি শাখার মধ্যে সর্বোচ্চ আটটি শাখা নিয়ে গঠিত ছয় নম্বরের মধ্যে পূর্ণ দ্বীন আছে কথাটি পরিস্কার ভুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জেনে রাখা দরকার যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির শুরু দিকেই রসূল স.কে দাওয়াতের জিম্মাদারী প্রদান করা হয়েছে। রসূলে কারীম স.-এর উপর অবতীর্ণ ছুরাসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ছুরা তথা ছুরা মুদ্দাসসিরে আল্লাহ তাআলা নবী কারীম স.কে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ.** হে চাদরাবৃত নবী! উঠুন, সতর্ক করুন এবং আপনার পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা করুন। এর মাধ্যমে দ্বীন অবতীর্ণ হওয়া এবং দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়া চলতে থাকে। আর ২৩ বছর নবুওয়াতী জীবনে দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করে এ আয়াত নাজিল করেন যে, **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (ছুরা মায়দা-৩) এই ২৩ বছর নবুওয়াতী জিন্দেগীতে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি যা করেছেন, বলেছেন এবং সমর্থন জানিয়েছেন সবটার নামই দ্বীন। আর ছয় নম্বর হলো তার অংশবিশেষ। সুতরাং ছয় নম্বরকে পূর্ণ দ্বীন বলা কেন কুরআন-ছুল্লাহ পরিপন্থী আশা করি পূর্বের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাশ্য আয়াত ও হাদীসের বিপরীতে এ ধরনের মন্তব্য ও বিশ্বাসের কারণে একজন মুসলমানের ঈমানের অবস্থা কী হতে পারে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলার নিকট মাওঃ সাআদ সাহেবের হিদায়াত ও মাগফিরাত আশা করছি।

মাওঃ সাআদ সাহেবের এ বিশ্বাস ও মন্তব্য দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান পদ্ধতির গোড়াপত্তনকারী হযরত মাওঃ ইলিয়াস রহ.-এর নীতি-আদর্শেরও পরিপন্থী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর মালফুযাত থেকে উদ্ধৃত একটি স্মরণীয় বাণীর মাধ্যমে। হযরত বলেন,

ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو ”جمع ماحباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام کو وابستہ کر دینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد، رہی یہ قائلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لئے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ و نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی ”الف، ب، ت“ ہے۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس ص ۳۲ ملفوظ نمبر ۲۴)

আমাদের এই তাহরিকের আসল উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে রসূল স.-এর আনীত পুরা দ্বীনের উপর উঠানো। অর্থাৎ ইসলামের সম্পূর্ণ ইলমী এবং আমলী ব্যবস্থাপনার সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে দেয়া। এটাতো হলো আমাদের আসল উদ্দেশ্যে। আর কাফেলার চলা-ফেরা এবং তাবলীগী গাশত হলো মূল উদ্দেশ্যের প্রাথমিক অবলম্বন। আর কালিমা এবং নামাযের উপদেশ ও শিক্ষা কেমন যেন আমাদের পূর্ণ নিসাবের আলিফ, বা, তা। (মালফুজাতে মাওঃ ইলিয়াস রা. ৩২, মালফুজ নং-২৪)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো- যিনি প্রচলিত তাবলীগী ধারার এ কাজের প্রধান উদ্যোক্তা তিনি এটাকে দ্বীনের প্রাথমিক কাজ বলে মন্তব্য করেছেন; আর বাস্তবতাও তা-ই। অথচ মাওঃ সাআদ সাহেব এটাকে পূর্ণ দ্বীন বলে আখ্যা

দিয়েছেন। অথচ তার এ মন্তব্য কুরআন-ছুল্লাহ দ্বারাও সমর্থিত নয় আর দাওয়াত এবং তাবলীগের নীতি-আদর্শের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ছয় নম্বরকে পূর্ণ দ্বীন মনে করার ক্ষতি

ছয় নম্বরকে পূর্ণ দ্বীন মনে করার ক্ষতিসমূহের মধ্যে প্রথম ক্ষতি হলো- কুরআন-ছুল্লাহর বিকৃতি এবং ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করার নির্দেশ সম্বলিত ছুরা বাকারার-২০৮ নং আয়াতের লংঘন। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো- ইসলামের সামগ্রিক বিধানকে সংকুচিত করা যা বড় ধরনের অপরাধ। তৃতীয় ক্ষতি হলো- ছয় নম্বরকে আয়ত্ত্ব করতে পারলে পূর্ণতার আত্মতৃপ্ত হয়ে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ পালন করার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাওয়া।

মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজু ও তার গ্রহণযোগ্যতা

দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান প্রকাশপত্রে মাওঃ সাআদ সাহেব কর্তৃক কুরআন-ছুল্লাহ ও উম্মাতের ইজমা তথা ঐকমত্য বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস, কুরআন-ছুল্লাহর বিকৃতি ও অপব্যাক্যার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো থেকে খালেছ তওবা করা ব্যতীত এবং বিশ্বব্যাপী যাদের নিকট তার দ্বীন বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস ও মন্তব্যের সংবাদ পৌঁছেছে তাদের নিকট তওবার খবর পৌঁছে দেয়া ব্যতীত কোন দ্বীনদার মুসলমান তার অনুকরণ করতে পারে না। কিন্তু দ্বীনদারীর দাবীদার মাওঃ সাআদ ভক্ত কিছু মানুষ দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান প্রকাশপত্রে প্রকাশিত বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি ফিরানোর জন্য এ কথা প্রচার করতে শুরু করেছে যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের থেকে যদিও এমন কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিলো কিন্তু তিনি তা থেকে রুজু করেছেন। সুতরাং তাকে অনুকরণ করে চলতে কোন বাঁধা নেই। অনেক ধর্মপ্রাণ সরলমনা মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে মাওঃ সাআদ সাহেবকে অনুকরণ করে চলতে আগ্রহী হচ্ছে। অথচ উপরিউক্ত বিষয় থেকে তার তওবার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তাকে অনুকরণ করা বাহ্যত দ্বীন থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে হটে যাওয়ার শঙ্কা বৃদ্ধি করে। এ কারণে মাওঃ সাআদ সাহেবের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ককারী দারুল উলূম দেওবন্দ তার রুজুর বিষয়ে যে প্রতিবেদন মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করেছে সেটা হতে পারে অপপ্রচারকারীদের পথ রুদ্ধ করার প্রধান অবলম্বন। তাই মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুর বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো।

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email : info@darululoom-deoband.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

2/3

حوالہ

31/01/2018 تاریخ

مولانا محمد سعد صاحب کے رجوع کے سلسلے میں

ضروری وضاحت

باسمہ تعالیٰ

گڈ شیڈوں جناب مولانا محمد سعد صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں۔

اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جاسکتا ہے؛ لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا؛ اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں، جن میں وہی مجتہد اذ انداز، غلط استدلال اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شریعہ کا غلط الطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں؛ بلکہ دیگر علمائے حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔

ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی اُخلاف بھی شدید نقصان دہ ہے، مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے؛ کیونکہ مولانا موصوف کے ان دوران کاراجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنۃ والجماعۃ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔

جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں، ان سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جماعت تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دارالعلوم کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے ان سے اس کا اعلان کیا جاسکا ہے؛ البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم سے رجوع کیا گیا ہے، دارالعلوم نے ہمیشہ است کی راہنمائی کی کوشش کی ہے، دارالعلوم اس کو اپنا دینی و شرعی فریضہ سمجھتا ہے۔



سید محمد

1/2

روابط منانزہ
۱۳۳۹ھ
۱۳۳۹ھ

মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুর বিষয়ে জরুরী বিশ্লেষণ

তারিখ: ৩১-০১-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

হযরত মুসা আলাইহিসসালামের ঘটনার বিষয়ে মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুর ঘোষণা প্রদান করার পর বিগত কিছু দিন যাবৎ দেশ-বিদেশ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থানের বিষয়ে লাগাতার ফতওয়া চাওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট করা আবশ্যিক মনে করছি। হযরত মুসা আঃ-এর ঘটনার বিষয়ে তো মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুর উপর আশ্বস্ত হওয়া যায়। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান প্রকাশপত্রে মাওঃ সাআদ সাহেবের মতাদর্শের ভ্রান্তির বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ যে অস্বস্তির কথা প্রচার করেছিলো তা থেকে দৃষ্টি ফেরানো যায় না। কেননা মাওলানার রুজুর পরে আমাদের নিকট কয়েকবার এমন সব নতুন নতুন কথা পৌঁছেছে যে কথাগুলোতে তিনি (পূর্বের ন্যায়) আবারও সেই গবেষকের মত কথা বলা, দলীল গ্রহণের ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং দাওয়াতের বিষয়ে তার স্বতন্ত্র বিশেষ চিন্তা-ধারার উপর কুরআন-ছুন্নাহকে ভুল পদ্ধতিতে মিলানোর প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে মাওলানার সার্বিক চিন্তা-ভাবনার উপর শুধু দারুল উলুম দেওবন্দের খাদেমগণেরই নয় বরং অন্যান্য হক্কানী উলামায়ে কিরামেরও বড় ধরনের অস্বস্তি রয়েছে।

আমাদেরকে এ কথা মানতে হবে যে, আকাবিরদের ফিকির থেকে সামান্য সরে যাওয়াও মারাত্মক ক্ষতির কারণ। মাওলানাকে তার বয়ান-বক্তব্যের ক্ষেত্রে আরো বেশী সতর্ক পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিলো। আকাবির ও পূর্বসূরীদের আদর্শের উপর অটল থেকে কুরআন-ছুন্নাহর উপর নিজের গবেষণার ধারাবাহিকতা বন্ধ করা উচিত ছিলো। কেননা মাওলানার এ অনর্থক বা নীতিহীন গবেষণার অবস্থা দেকে মনে হচ্ছে যে, আল্লাহ না করুন! তিনি ভবিষ্যতে এমন একটি নতুন ফেরকার রূপ দিতে যাচ্ছেন যা আহলুছুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং বিশেষভাবে নিজ আকাবিরদের পথ থেকে ভিন্ন হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আকাবির ও পূর্বসূরীদের পথে দৃঢ়পদ রাখেন। আমীন।

যেসকল ব্যক্তিবির্গ দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে নিয়মিত জিজ্ঞাসার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন তাদের খেদমতে আবারো পেশ করা হচ্ছে যে, তাবলীগী জামাতের আভ্যন্তরীণ কোন্ডলের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের কোন সম্পর্ক নেই এ কথার ঘোষণা শুরু থেকেই দেয়া হয়েছে। অবশ্য ভুল চিন্তাধারার বিষয়ে যখনই দারুল উলুম দেওবন্দের নিকট জিজ্ঞেস

করা হয়েছে তখনই দারুল উলুম উম্মাতের পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে এবং দারুল উলুম এটাকে তার দ্বীনী ও শরঈ দায়িত্ব বলে মনে করে। সমাপ্ত।

উল্লেখ্য, মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুর ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, হযরত মুসা আলাইহিসসালামের ঘটনা ব্যতীত তিনি অন্য কোন বক্তব্য থেকে রুজু করেননি। আবার ঐ একটি ঘটনার রুজুর পরে তিনি নতুন করে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি তার চিন্তাধারা এবং পথ ও পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করেননি। সুতরাং সাআদ সাহেব কর্তৃক কুরআন-ছুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন-ছুন্নাহর বিকৃতি ও অপব্যাক্যার কারণে তাকে অনুকরণ করে চলা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর ছিলো এবং তা এখনও বহাল রয়েছে। অতএব কোন অপপ্রচারকারীর অপপ্রচারে কান না দিয়ে নিজের ঈমান-আমলের হিফাজতের জন্যই তার অনুকরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা জরুরী। একটি ঘটনার ব্যাপারে মাওঃ সাআদ সাহেবের রুজুকে মেনে নিয়ে তা প্রকাশ করার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাওঃ সাআদ সাহেব যদি অন্যান্য বিষয়েও প্রকৃত রুজু করেন তাহলে তা গ্রহণ ও প্রকাশের বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের কোন সংকীর্ণতা নেই।

মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী আদালত বিদ্যমান থাকলে সে আদালতেই মাওঃ সাআদ সাহেবের বিষয়ে ফায়সালা হতো। কিন্তু ইসলামী আদালত না থাকায় যেমন রোজা, ঈদ ও হজ্জের তারিখ নির্ধারণ, বিবাহ ও তালাকের সিদ্ধান্তসহ ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে উলামায়ে কিরামের অবস্থানকে ঐ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে মাওঃ সাআদ সাহেবের চিন্তাধারা এবং পথ ও পদ্ধতির ভ্রান্তির বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থানকে তার বিরুদ্ধে ইসলামী আদালতের সিদ্ধান্তের মতই গ্রহণ করে নিয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কেউ অপরাধী প্রমাণিত হলে তাকে পুনরায় নির্দোষ সাব্যস্ত হতে আদালতের সামনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হয় এবং আদালতের মাধ্যমেই তার নির্দোষ হওয়ার রায় প্রকাশ করাতে হয়। এ চিরাচরিত নিয়মের আওতায় মাওঃ সাআদ সাহেবের খেদমতে এ আবেদন করা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, তিনি আপত্তিকর সকল কর্মকাণ্ড থেকে খালেছ মনে তওবা করুন, মুসলিম উম্মাহর সামনে তওবার ঘোষণা প্রচার করুন এবং এ বিষয় সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ তাদেরকে আশ্বস্ত করুন যেন তার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং তা মুসলিম উম্মাহকে জানিয়ে দেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বশেষ অবস্থান

জেনে রাখা দরকার যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের আপত্তিকর কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্যে যে বিষয়টিকে দারুল উলূম দেওবন্দ সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে তা-হলো কুরআন-ছুনাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আকাবির ও পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে মুক্ত ও স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া। যতদিন পর্যন্ত মাওঃ সাআদ সাহেবের এ মানসিকতার পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত তার আপত্তিকর বয়ান-বক্তব্যের এক বা একাধিক বিষয় থেকে রুজু করার কোন মূল্য নেই। কারণ ঐ মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে একের পর এক নতুন নতুন আপত্তিকর বয়ান-বক্তব্য তার থেকে আসতেই থাকবে এবং ইতিমধ্যে তার বাস্তবতা দেখাও গেছে। দারুল উলূম দেওবন্দ তাদের এক প্রতিবেদনে এ কথা প্রকাশ করেছে যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের উক্ত মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। অতএব দারুল উলূম দেওবন্দ মাওঃ সাআদ সাহেবের ব্যাপারে তাদের অবস্থানও পরিবর্তন করেনি। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানকে মুসলিম উম্মাহর নিকট মাওঃ সাআদ সাহেবের গ্রহণযোগ্যতার পথে বড় বাঁধা চিহ্নিত করে তার অতিভক্ত কিছু মানুষ দুঃখজনকভাবে এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা প্রচার করেছে। কখনো বলছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ মাওঃ সাআদের রুজু গ্রহণ করেছে। কখনো বলছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। কখনো বলছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সকল শিক্ষক ঐ অবস্থানের সাথে একমত নয় ইত্যাদি। এসব কথা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে প্রতিটি অপপ্রচারের সাথে কিছু অসত্য তথ্যও যোগ করেছে।

এসকল অপপ্রচারের সমুচিত জবাব দিতে গত ০৭-০৫-২০১৮ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ সকল সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দের যৌথ স্বাক্ষরে তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন যা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলার প্রসংশা এবং নবীর প্রতি দূরুদ। অতঃপর (মুসলিম উম্মাহর খেদমতে পেশ করা যাচ্ছে যে) সপ্তাহব্যাপী প্রচার মাধ্যমে এ খবর প্রচার করা হচ্ছে যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের কিছু বয়ান-বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দারুল উলূম দেওবন্দ তার ব্যাপারে যে অবস্থান প্রকাশ করেছিলো এবং এখনো বহাল আছে তার সাথে খোদ দারুল উলূমের অনেক সম্মানিত শিক্ষক দ্বিমত পোষণ করেন। বলা বহল্য, এ ভিত্তিহীন সংবাদে কারণে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত নয় এমন একটি বড় দল এ বিষয়ে দ্বিধা-দন্দে পড়ে যেতে পারে। আর নতুন করে একটি অহেতুক বিতর্ক শুরু হয়ে যেতে পারে। এ কারণে দারুল উলূমের খাদেমগণ (শিক্ষকবৃন্দ) এটা স্পষ্ট করা জরুরী মনে করছেন যে, দারুল উলূমের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং সকল মুফতিগণ তাদের পূর্বের অবস্থানে বহাল আছেন; এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সাথে সাথে এ কথা প্রকাশ থাকে যে,

১। তাবলীগী জামাত একটি দ্বীনী দল হিসেবে তার সাথে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার খাদেমগণের (শিক্ষকবৃন্দের) না কাল্ কোন দ্বিমত ছিলো, না আজ কোন দ্বিমত আছে। বরং তাবলীগের কাজকে মুসলিম জাতির জন্য তাঁরা কেবল কল্যাণকরই মনে করেন।

২। তাবলীগী জামাতের বর্তমান আভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়ে দারুল উলূম তার পূর্বের অবস্থানে এখনও বহাল আছে যে, এটা তাদের নিজেদের ভিতরগত বিষয়, এর সাথে দারুল উলূমের কোন সম্পৃক্ততা নেই। উভয় দলের সাথেই দারুল উলূম সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কথা-কাজে বক্রতা থেকে নিরাপদ এবং সর্বদা সঠিক পথে স্থির রাখেন। সমাপ্ত।

অপপ্রচারকারীদের সবচেয়ে বড় তথ্যচুরির ঘটনাটি ঘটেছে ২৮ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার মুহাম্মাদপুরে অনুষ্ঠিত উলামায়ে কিরামের অযাহাতি জোড়কে কেন্দ্র করে। তারা দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাম্মিম, শাইখুল হাদীস এবং মাওঃ আরশাদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুম-এর স্বাক্ষরিত লেটারপ্যাড নকল করে তাতে এ কথা লিখে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়েছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে মাওঃ সাআদ সাহেবের আপোষ হয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের ২৮ জুলাই-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জোড়ের সাথে দারুল উলূম দেওবন্দের কোন সম্পর্ক নেই। এ অপপ্রচারের প্রতিবাদে পরদিন ২৯ জুলাই-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ তার ওয়েব সাইটে নতুন ঘোষণাপত্র প্রচার করে যা নিম্নে পেশ করা হলো।

উল্লেখ্য, দারুল উলুম দেওবন্দের এ দুটি প্রতিবেদন থেকেও স্পষ্ট হলো যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ এখনও তার পূর্বের অবস্থানে বহাল আছে। সুতরাং দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থানকে হক মনে করে যারা মাওঃ সাআদ সাহেবের আপত্তিকর বিষয়গুলোকে কুরআন-ছুন্নাহ বিরোধী বলে বিশ্বাস করেছে তারা কারো অপপ্রচারে কান না দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। যতদিন তা পরিবর্তন না হয় ততদিন মাওঃ সাআদ সাহেবের জন্য হিদায়াত ও মাগফিরাতের দূআ করতে থাকুন এবং অপেক্ষা করুন। আমরা তার প্রকৃত আন্তরিক তওবা ও রুজু এবং দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান পরিবর্তনের আশা করছি।

ভালোবাসা ও আনুগত্য হবে আল্লাহ কেন্দ্রিক

যার মাধ্যমে যে দ্বীনের সুবুঝ লাভ করে থাকে তাঁকে প্রতি ভালোবাসা, তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা এবং তাঁর অনুকরণ করা সবই দ্বীনের চাহিদা। সুতরাং মাওঃ সাআদ সাহেবকে যারা আন্তরিকভাবে ভালোবেসে আসছিলেন এবং তার অনুকরণ করে আসছিলেন তা দোষণীয় ছিলো না। বরং সে ভালোবাসা ও অনুকরণ ছিলো নেক কাজের আওতাভুক্ত ও প্রশংসনীয়। অবশ্য এ প্রশংসা ও নেকী প্রাপ্তির জন্য শর্ত হলো ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ কেন্দ্রিক হতে হবে। রসূল স. ইরশাদ করেন, **أَوْثَقُ عَزَى الْإِيمَانِ الْخُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ**, ঈমানের সর্বাধিক মজবুত রশি হলো আল্লাহর জন্য (কাউকে বা কোন কিছুকে) ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখা। (ইবনে আবী শাইবা-৩১০৮৩) আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা মানুষকে আরশের ছায়াতলে স্থান করে দেয়। (বুখারী-৬২৭) আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা মানুষের মধ্যে ঈমানের স্বাদ আনায়ন করে। (বুখারী-২০) কিন্তু এ ভালোবাসা যদি আল্লাহ কেন্দ্রিক না হয় তাহলে তা নেকী ও আখেরাতে মুক্তি বয়ে আনতে পারে না। রসূল স.-এর চাচা আবু তালেব তাঁকে কত ভালোবেসেছে এবং তার কারণে কষ্ট স্বীকার করেছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার মুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেও আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল স.কে নিষেধ করে দিলেন। (ছুরা তওবা-১১৩) অনুরূপভাবে মুনাফিকরা রসূল স.-এর অনুগত ছিলো। কিন্তু সে আনুগত্য ছিলো তাদের স্বার্থ হাসিলের আনুগত্য; আল্লাহ কেন্দ্রিক নয়। তাই

রসূল স.-এর সাথে জামাতে নামায আদায় এবং তার সঙ্গে জিহাদে যাওয়া এমনকি তাঁর বাহ্যিক আনুগত্যে জীবন বিলিয়ে দেয়াও তাদের মুক্তি আনতে পারেনি।

কোন ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ কেন্দ্রিক আর কোন্টা ব্যক্তি কেন্দ্রিক তা বুঝার একটি অন্যতম আলামত এই যে, আল্লাহ কেন্দ্রিক ভালোবাসা ও আনুগত্য হলো- একজন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তার আনুগত্য এ কারণে করা যে, তিনি আল্লাহমুখী। এ ভালোবাসা ও আনুগত্য সে ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় রাখতে উৎসাহী হয় যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-ছুল্লাহর আলোকে তার আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া প্রমাণিত হয়। আর যদি কুরআন-ছুল্লাহর আলোকে তার আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া প্রমাণিত না হয় তাহলে সে তার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে না। এর বিপরীতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভালোবাসার আলামত হলো- কোন মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ও আনুগত্য হবে তাকেই কেন্দ্র করে। তার ভালোবাসা ও আনুগত্য যদি তাকে আল্লাহর নাফরমানীর দিকেও নিয়ে যায় তবুও সে তার ভালোবাসা ও আনুগত্য থেকে ফিরে আসে না। এ জাতীয় ভালোবাসা ও আনুগত্য মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অতএব আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোন ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ** **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ** যখন কাফেরদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে, আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করবো। যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা কিছুই না জানে এবং সঠিক পথের অনুসারীও না হয়। অর্থাৎ তবুও কি তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? (বাকারা-১৭০)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো অনুসরণ করতে হলে লক্ষ্য করা দরকার যে, তার মধ্যে হিদায়াত এবং জ্ঞান-বুদ্ধি থাকতে হবে। হিদায়াত শূন্য কাউকে অনুকরণ করা হলে সে অনুকরণ আল্লাহ কেন্দ্রিক হবে না। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন যে, যদি শয়তান তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে তবুও কি তারা তাই করবে? (ছুরা লুকমান-২১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো

অনুকরণ করতে হলে লক্ষ্য করা দরকার যে, অনুকরণীয় ব্যক্তি শয়তানের ডাকে সাড়া দানকারী অর্থাৎ গোমরাহ না হতে হবে। যদি গোমরাহ হয় তাহলে তার অনুকরণ আল্লাহ কেন্দ্রিক হবে না। অনুকরণ আল্লাহ কেন্দ্রিক হওয়ার বিষয়টি শরীআতে এতটাই কঠোর যে, রসূল স.-এর অনুকরণ আবশ্যিক হওয়ার মূল কারণও এটা যে, তাঁর অনুকরণ সর্বদা মানুষকে আল্লাহর দিকে পথ দেখায়। ছুরা নিসা-এর ৮০ নম্বর আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ. বলেন, **قَوْلُهُ: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا طَاعَةَ إِلَّا لِلَّهِ الْبُتَّةُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ لِكُؤْنِهِ رَسُولًا فِيمَا هُوَ فِيهِ رَسُولٌ لَا تَكُونُ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ، فَكَانَتِ الْآيَةُ دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ لَا طَاعَةَ إِلَّا لِلَّهِ.** “যে লোক রসূল স.-এর আনুগত্য করবে সে আল্লাহর আনুগত্য করলো” থেকে প্রমাণিত তৃতীয় মাসআলা: উল্লিখিত আয়াত এটা প্রমাণ করে যে, সকল আনুগত্য কেবল আল্লাহরই। আর তা এ কারণে যে, রসূল হওয়ার কারণে তাঁর আনুগত্য এটাও প্রকৃত অর্থে আল্লাহর আনুগত্য। সুতরাং এ আয়াত থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো আনুগত্য নেই। (তাফসীরে কাবীর: ১০/১৪৯) এ কথার আরো স্পষ্ট প্রমাণ মেলে ছুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِإِذْنِ اللَّهِ** আমি এ উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আনুগত্য করা হয়। ছুরা নিসার দুটি আয়াত এবং আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ.-এর তাফসীর থেকে স্পষ্ট হলো যে, দ্বীনী বিষয়ে আনুগত্য হতে হবে আল্লাহ কেন্দ্রিক। যে আনুগত্য আল্লাহ কেন্দ্রিক হবে না শরীআতের দৃষ্টিতে ঐ আনুগত্য বৈধ নয়। রসূল স.-এর ইস্তিকালের পরে হযরত আবু বকর রা. উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেন, **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ** হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক; মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর ইস্তিকাল হয়ে গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক; আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। (বুখারী-৪১০৫) হযরত

ছিন্দীকে আকবারের বয়ান থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কেন্দ্রিক হওয়া ব্যতীত দ্বীনের কাজে কারো আনুগত্য মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে কয়েকটি সহীহ হাদীসের বর্ণনা পেশ করা হলো। ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল স. ইরশাদ করেন: «السُّنْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ: السُّنْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ:» যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নাফরমানীর নির্দেশ না দেয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পছন্দ ও অপছন্দ সর্ব ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য জরুরী হলো আনুগত্য করা। যদি নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে কোন আনুগত্য নেই। (বুখারী-৬৬৫৯) হযরত আলী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. ইরশাদ করেন: " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হয় এমন কাজের মাধ্যমে কোন মাখলুকের আনুগত্য করার সুযোগ নেই। (মুসনাদে আহমাদ-১০৯৫) হযরত আলী রা. থেকে অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. একটি সৈন্যদল পাঠালেন এবং (আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা আস্‌সাহমী রা. নামক) এক ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। তারপর আমীর তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন যে, রসূল স. তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন না? তারা বললো, হ্যাঁ। আমীর বললেন, আমি তোমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বলছি তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে। অতঃপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। যখন তারা তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলো তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। তাদের কেউ কেউ বললো, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্য নবী স.-এর অনুকরণ করেছি, আবার তাতেই প্রবেশ করবো? তাদের এ কথোপকথনের মাঝে আগুন নিভে গেলো। আমীরের ক্ষোভও অবদমিত হলো। অতঃপর এ ঘটনা নবী কারীম স.-এর নিকট ব্যক্ত করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» তারা যদি আগুনে প্রবেশ করতো তাহলে কোন দিন বের হতে পারতো না। জেনে রেখে আনুগত্য কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে। (বুখারী-৬৬৬০) অতএব দ্বীনকে সামনে নিয়ে কারো আনুগত্য করতে হলে অবশ্যই সতর্ক

থাকতে হবে যে, তার কথা, কাজ বা সমর্থনের মধ্যে কুরআন-ছুল্লাহ বিরোধী এমন কিছু আছে কিনা যা আল্লাহ-আল্লাহর রসূলের নাফরমানীর কারণ হয়।

মাওঃ সাআদ সাহেবের অনুগত্য কি আল্লাহ কেন্দ্রিক?

পূর্বের আলোচনার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা পেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ কেন্দ্রিক ভালোবাসা ও অনুগত্য হলো- এমন একজন মানুষকে ভালোবাসা ও তার অনুগত হওয়া যার প্রতি ভালোবাসা ও অনুগত্য তাকে আল্লাহর দিকে অগ্রসর করে। আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও অনুগত্য যদি তাকে আল্লাহর নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায় তাহলে সে ভালোবাসা ও অনুগত্য আল্লাহ কেন্দ্রিক নয়।

আমাদেরকে আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জন আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য। আর কুরআন-ছুল্লাহ হলো ঐ গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ।

এ দুটি বিষয় জানার পর দারুল উলূম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশপত্রে মাওঃ সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে যেসকল আপত্তি তুলে ধরা হয়েছে আমরা আরো একবার সেগুলো সংক্ষেপে স্মরণ করি- তার বয়ানসমূহের মধ্যে কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা, অগ্রহণযোগ্য ও মনগড়া ব্যাখ্যা রয়েছে। দলীল গ্রহণের ভুল পদ্ধতি রয়েছে। আশিয়ায়ে কিরাম আ.-এর পবিত্র শানে বেয়াদবি মূলক আচরণ রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাত এবং দ্বীনদার পূর্বসূরীদের ঐকমত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছেন। ফিকহী মাসায়েলের মধ্যে তিনি গ্রহণযোগ্য দারুল ইফতাসমূহের সর্বসম্মত ফতোয়ার বিপরীতে ভিত্তিহীন মত গ্রহণ করেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ব্যতীত দ্বীনের অন্যান্য কাজের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছেন ইত্যাদি। দারুল উলূম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশপত্রের ভাষ্যমতে মাওঃ সাআদ সাহেবের আপত্তিকর আরো অনেক মন্তব্য তাদের সংগ্রহে আছে যা সংক্ষিপ্ততার জন্য উল্লেখ করা হয়নি। আর দারুল উলূম দেওবন্দ-এর অবস্থান প্রকাশপত্র ব্যতীত তার আপত্তিকর মন্তব্যের আরো যেসব বর্ণনা নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে প্রচার হয়েছে এসব কিছু একত্রিত করা হলে তার আপত্তিকর আকীদা-বিশ্বাস ও মন্তব্য এবং ভুল মাসলা-মাসায়েলের পরিমাণ কত তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এসব কিছুকে সামনে রেখে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মাওঃ সাআদ সাহেব কি কুরআন-ছুল্লাহর পথে হাটছেন, নাকি ভিন্ন পথে? তিনি কি আল্লাহ তাআলার

সম্ভ্রষ্ট ও তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য ও গন্তব্য বানিয়েছেন, নাকি ভিন্ন কিছু? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলে নির্দিধায় বলা যাবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মাওঃ সাআদ সাহেবের আনুগত্য আল্লাহ কেন্দ্রিক কিনা? তার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ কেন্দ্রিক কিনা? প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞ পাঠকদের দায়িত্বে রইলো। তবে আমার মনে হয়, প্রায় দু'বছর পূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দ যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলো যে, “তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আশঙ্কা হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে উম্মাহর বৃহৎ একটি অংশ পথভ্রষ্টতার শিকার হয়ে গোমরাহ দলে পরিণত হতে পারে” সে আশঙ্কা অনেকটা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। অতএব এহেন পরিস্থিতিতে মাওঃ সাআদ সাহেবকে আমীর মনে করে তার আনুগত্য করা আল্লাহ কেন্দ্রিক হবে কিনা বিষয়টি খুব বেশী ভেবে দেখা উচিত। উপরন্তু তার আমীর হওয়ার প্রক্রিয়গত ভুল-ভ্রান্তি ও আপত্তি তো থাকছেই।

নবীর অবর্তমানে দ্বীনী কাজের দায়িত্বশীল উলামায়ে কিরাম

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِعَالِمٍ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحَيَاتِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ، أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ " (رواه احمد وابوداود والترمذى وابن ماجه)

অনুবাদ : হযরত আবুদদারদা রা. বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্মের তালাশে রাস্তায় চলে বিনিময়ে তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের রাস্তায় পরিচালিত করেন। ফেরেশতাগণ ইল্ম অন্বেষণকারীর সম্ভ্রষ্টতার আশায় আপন ডানা বিছিয়ে দেয়। আর আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যের মৎসকুলও। আর আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঐরূপ যে রূপ চাঁদের ফযীলত অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জের উপর। উলামায়ে কিরামই হলেন নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ দীনার ও দিরহামের ওয়ারিস বানান না, বরং

তাঁরা ইল্মের ওয়ারিস বানান। সুতরাং যে তা গ্রহণ করলো সে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলো। (মুসনাদে আহমাদ-২১৭১৫, তিরমিযী-২৬৮২, আবু দাউদ-৩৬০২ ইবনে মাযাহ-২২৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী কারীম স. উলামায়ে কিরামকে তাঁর ওয়ারিস হিসেবে মনোনীত করেছেন। সুতরাং নবী কারীম স. দ্বীনের যেসকল জিম্মাদারী নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন তাঁর অবর্তমানে উলামায়ে কিরাম সেসকল জিম্মাদারী পালন করবেন।

উলামায়ে কিরামকে কেন নবীর ওয়ারিস বানানো হয়েছে তার কিছু ইঙ্গিতও এ হাদীসে পেশ করা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম হলেন পানির নিচের মাছসহ আকাশ-জমীনের সকল প্রাণীর দুআপ্রাপ্ত, আবেদের তুলনায় তাঁদের ফযীলত এমন যেমন পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত তারকারাজির উপর।

যেসকল গুণাবলীর কারণে উলামায়ে কিরাম নবীদের ওয়ারিস

أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَانِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (سورة الزمر: ٩)

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমাত লাভের প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান? যে এরূপ করে না। বলুন, যারা আলেম আর যারা আলেম না তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান। (ছুরা বুমার- ৯)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা আলেম আর যারা আলেম নয় তারা সমান হতে পারে না।

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة المجادلة: ١١)

অনুবাদ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা ইল্মের অধিকারী আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করো। (ছুরা মুজাদালা-১১)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা উলামায়ে কিরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
(সূরা ফাটর: ২৮)

অনুবাদ : অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (ছুরা ফাতির-২৮)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উলামায়ে কিরামই খোদাভীর।
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظَرِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُغْفَلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (সূরা العنكبوت: ২৩)

অনুবাদ : এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু আলেমগণই তা বোঝে। (ছুরা আনকাবুত-৪৩)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের উদাহরণ উলামায়ে কিরামই বোঝেন।

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَحْلَمِي فِيكُمْ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ، وَلَا أَبَالِي.

অনুবাদ : হযরত ছা'লাবা ইবনে হাকাম রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন বান্দার আমলের বিচারের জন্য আপন কুরছিতে উপবেশন করবেন, তখন উলামায়ে কিরামকে বলবেন, আমি নিজ ইলম ও সহনশীলতা তোমাদের ছিনায় এ জন্যে আমানত রেখেছি যে, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো। তোমাদের অবস্থা যাই হোক না কেন। এতে আমি কোন পরোয়া করবো না। (আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং- ১৩৮১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উলামায়ে কিরামের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্ছৃতি থাকলেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُغْفِرْهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. (رواه البخارى فى باب: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا)

অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া রা. খুতবা দানকালে বলেন, আমি নবী কারীম স.কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে ফিকহ্ তথা দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ হলেন দাতা আর আমি হলাম বণ্টনকারী। (বুখারী- ৭১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে সুফন্দর্শী ফকীহ আলেমের কল্যাণ চান।

ফায়দা : উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা উলামায়ে কিরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। (ছুরা মুজাদালা-১১) বে-আলেম জনসাধারণ উলামায়ে কিরামের সমমর্যাদাপূর্ণ নয়। (ছুরা বুকার- ৯) আল্লাহর বান্দাদের মধ্যেই তাঁরাই সর্বাধিক খোদাভীরু। (ছুরা ফাতির-২৮), কুরআনের উদাহরণ বুঝায় একমাত্র পারদর্শী সম্প্রদায়। (ছুরা আনকাবুত-৪৩) আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। (আল মু'জামুল কাবীর: ১৩৮১) আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁদের কল্যাণকামী। (বুখারী-৭১) এ ছাড়াও উলামায়ে কিরাম হলেন পানির নিচের মাছসহ আকাশ-জমীনের সকল প্রাণীর দুআপ্রাপ্ত এবং আবেদের তুলনায় এমন শ্রেষ্ঠ যেমন তারকার তুলনায় পূর্ণিমার চন্দ্র। (মুসনাদে আহমাদ-২১৭১৫, তিরমিযী-২৬৮২, আবু দাউদ-৩৬০২ ইবনে মাযাহ-২২৩)

নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব

নবীর ওয়ারিসগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা আশা করা যায় যেকোন বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন মানুষই নির্ণয় করতে পারবে। পিতার মৃত্যুর পর যোগ্য সন্তানের দায়িত্ব যা হয়ে থাকে অর্থাৎ পিতার রেখে যাওয়া কাজ সামনে এগিয়ে নেয়া। ঠিক নবীর ওয়ারিসগণেরও দায়িত্ব হবে নবী স.-এর অবর্তমানে তাঁর রেখে যাওয়া কাজ সামনে এগিয়ে নেয়া। কোন পিতা মাত্র একটি সন্তান রেখে মারা গেলে পিতার পূর্ণ কাজের দায়িত্ব ঐ এক সন্তানের উপর বর্তায়। কিন্তু তিনি দশটি সন্তান রেখে গেলে পূর্ণ দায়িত্ব সাধারণভাবে সকলের উপর বর্তায়। রসূলে কারীম স. যেহেতু কোন একক ব্যক্তিকে তাঁর ওয়ারিস বানাননি। বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত উলামায়ে কিরামকে তাঁর ওয়ারিস বানিয়েছেন। এ কারণে নবীওয়ালা জিম্মাদারী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব কারো একার নয়। বরং সাধারণভাবে সকল উলামায়ে কিরামের।

আল্লাহ তাআলা রসূলে কারীম স.কে সকল কাজের যোগ্য ও সব গুণের অধিকারী বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন একই সাথে মুআল্লিম, মুজাহিদ, দায়ী, মুবাল্লিগ, মুজাক্কি ও মুছলিহ এবং কাজী ও হাকেম ইত্যাদি। কিন্তু উম্মাতের অন্য কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নবী স.-এর সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী একত্রে কারো মধ্যে দিয়েছেন বলে পলিঙ্কিত হয় না। সেহেতু একত্রে সব কাজ করা উম্মাতের কোন এক ব্যক্তির জিম্মাদারীও নয় আর তা সম্ভবও নয়। তাই নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কিরাম সাহাবাদের যুগ থেকেই আপন আপন যোগ্যতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন যা এখনও চলমান রয়েছে। কেউ কুরআন পাঠের কারী, কেউ তাজকিয়ার পীর, কেউ কুরআন-ছুন্নাহর মুআল্লিম, কেউ দায়ী, কেউ মুবাল্লিগ, কেউ ওয়ায়েজ, কেউ জাকের, কেউ মুনাজির, কেউ যাকাত উসুলের আদায়কারী, কেউ কাজী, কেউ মুজাহিদ, আবার কেউ খলিফা, তো কেউ বিচারক ইত্যাদি। রসূল স. একই সাথে কাজের কর্মীও ছিলেন, পরিচালকও ছিলেন, আবার কর্মীদের ভুল-ভ্রান্তির মুসলিহ তথা সংশোধকও ছিলেন। তাঁর ওয়ারিস উলামায়ে কিরামকেও উপরিউক্ত কাজের কর্মী, পরিচালক এবং মুসলিহ ও সংশোধকের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। এটা নেতৃত্বের লালসায় নয়; নবী কারীম স.-এর দেয়া জিম্মাদারী পালনের জন্য। আখেরাতে মুক্তির আশায় এবং দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতির আশায়।

উলামায়ে কিরামের সাথে মুসলিম জনসাধারণ ঐ আচারণ করবে নবী স.-এর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সঙ্গে যে আচারণ করতেন। অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে উলামায়ে কিরামের অনুকরণ করা, তাঁদেরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা, তাঁদের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, তাঁদের প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালিত করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচারণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। উলামায়ে কিরামের সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণের এরূপ সুসম্পর্ক থাকলে আশা করা যায় কোন ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা তাদেরকে গ্রাস করতে পারবে না। তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদআত ও বদদ্বীনী প্রবেশ করতে পারবে না; আর এটাই হবে মুসলিম জাতীর সফলতার রাজপথ।

জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের সেই সূচনালগ্ন থেকে তিন শ্রেণীর মানুষ লালন করে আসছেন। ১. আন্খিয়ায়ে

কিরাম, ২. তাঁদের অনুসারী ও অনুগামী এবং ৩. তাঁদের দুশমন ও বিদ্বেষী। এর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে ছুরা বাকারা-৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতে। রসূল স.-এর মৃত্যুর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ তথা আশিয়াকে কিরামের উপস্থিতি মৌলিকভাবে শেষ হয়ে গেছে; যদিও রসূল স.-এর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। দ্বীনের সঠিক রূপ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন রাখতে তিনি ওয়ারাসাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন উলামায়ে কিরামের উপর। সুতরাং নবীগণের ওয়ারিসদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা প্রথম শ্রেণীর মানুষের স্থলাভিষিক্ত টিকিয়ে রেখেছেন। নবীদের অনুসারীগণ যেমনিভাবে যুগে যুগে সফল হয়েছে। আর তাঁদের বিরুদ্ধাচারণকারীরা যেমনিভাবে যুগে যুগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা তাঁদের ইলমের ধারক-বাহক ওয়ারিসগণের সাথেও চলমান থাকবে বলে আশা করা যায়। অন্যথায় ওয়ারাসাতির স্বার্থকতা থাকে কোথায়?

অতএব মুসলিম উম্মাহর সম্মানিত প্রতিটি সদস্যেরই খুব ভেবে দেখা উচিত যে, নবী স.কে জীবিত পেলে তিনি কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত হতেন? তাঁর অনুসারীদের দলে? নাকি (আল্লাহর হিফাজত করণ) তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদের দলে? আজ নবী স. বেঁচে নেই। তবে তাঁর ঘোষিত ওয়ারিসগণ জীবিত আছেন। এখন তিনি কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন? তাঁদের অনুসারীদের দলে? নাকি তাঁদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের দলে?

কুরআন-ছুল্লাহ বিরোধী আপত্তিকর আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও যারা তার পক্ষ অবলম্বন করছে তারা বলে থাকে যে, আমাদের সাথেও আলেম আছে। পক্ষান্তরে উলামায়ে কিরামের দিকনির্দেশনা মেনে চলা তাবলীগের সাথীরা বলে থাকে যে, আমরা উলামায়ে কিরামের সাথে আছি। দু'দলের ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করুন! এক দলের ভাষা হলো- আমাদের সাথেও আলেম আছেন। অপর দলের ভাষা হলো- আমরা উলামায়ে কিরামের সাথে আছি। ভাষার এ পার্থক্য ছাড়াও রসূল স.-এর পবিত্র বাণী اَتَّبِعُوا السُّوَادَ الْأَعْظَمَ “তোমরা বড় দলের অনুকরণ করো” থেকেও আমরা দিকনির্দেশনা পেতে পারি। (মুসতাকরাকে হাকেম: ৩৯১) সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হবে মুত্তাকী-পরহেজগার সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের সাথে। কুরআন-ছুল্লাহ বিরোধী আপত্তিকর আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকৃত খোদাভীরু আলেম মাওঃ সাআদ সাহেবের অনুকরণ করছেন

বলে আমাদের জানা নেই। তবে যেসকল উলামায়ে কিরামের কাছে এসকল কর্মকাণ্ডের সংবাদ যথাযথভাবে এখনো পৌঁছেনি তিনি পূর্বের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার অনুকরণ করতে পারেন। এতদসত্ত্বেও যদি মেনে নেয়া হয় যে সবকিছু জানা বুঝার পরে কোন আলেম তার অনুকরণ করছেন তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এহেন মুহূর্তে বড় দলের অনুকরণ সংক্রান্ত রসূল স.-এর পবিত্র বাণী মেনে নিয়ে উলামায়ে কিরামের বড় দলের অনুকরণ করা মুসলিম জনসাধারণের একান্ত দায়িত্ব বলে মনে করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ এবং করণীয় বুঝার ও মানার তৌফিক দান করুন। আমীন।

উলামা বিদ্বৈষীদের আচরণ নবী বিদ্বৈষীদের অনুরূপ

মাওঃ সাআদ সাহেবের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং মন্তব্যগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করে তার আনুগত্য থেকে সরে আসার যে পরামর্শ উলামায়ে কিরাম দিচ্ছেন তা কেবল দ্বীনী জিম্মাদারীর কারণে। তার সাথে উলামায়ে কিরামের কোন স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই, নেতৃত্বের কোন্দলও নেই। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার আকীদা-বিশ্বাস এবং বয়ান-বক্তব্য কুরআন-ছুন্নাহ এবং আহলুছছুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর বিপরীত দেখা যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম তাকে ফিরিয়ে আনার এবং তার অনুসরণে দ্বীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকা সাধারণ মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য নানামুখী ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কথাগুলো বলতে বাধ্য হন। মুসলিম উম্মাহর এমন কল্যাণকামী নবীর ওয়ারিসগণের দায়িত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজকে এক শ্রেণীর উলামা বিদ্বৈষী মানুষ অবাস্তর অভিযোগের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ ও আপত্তি তুলতে আরম্ভ করেছে যা বাহ্যত নবীগণের বিরুদ্ধে তাঁদের শত্রুতা করে থাকতো।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক নবী তাঁর নবুওয়াতী লাভের পূর্ব পর্যন্ত নিজ কওমের কাছে খুব শ্রদ্ধেয় ছিলেন। কিন্তু নবুওয়াতির জিম্মাদারীর কারণে যখন কওমের অবাস্তর আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেন তখনই তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ধুলায় মিশে যায়। তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয় এবং হত্যা করা হয়। (বাকারা-৮৭, মায়দা-৭০, দুখান-২০) পাথর নিক্ষেপ বা কটু কথা বলার হুমকি দেয়া হয়। (ছুরা হুদ-১১, মারিয়াম-৪৬) কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়। (ইয়াসীন-১৮) নেতৃত্ব লাভ ও প্রাধান্য বিস্তারের

অভিযোগ তুলে তাঁদের এখলাছী কাজকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। (ছুরা মুমিনুন-২৪, ছুরা ইউনুস-৭৮) নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা হয়। (ছুরা র'দ-৪৩) তাঁদেরকে মাথা খারাপ ও পাগল বলা হয়। (ছুরা সাবা-৮) তাঁদেরকে নানান প্রকার কষ্ট দেয়া হয়। (ছুরা তওবা-৬১, ছুরা আহযাব-৬৯) মোট কথা নবীগণকে দমন করার যত পন্থা হতে পারে তার সব কিছুই তাঁদের তাঁদের শত্রুরা গ্রহণ করে।

মাওঃ সাআদ সাহেবকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট চলমান পরিস্থিতিতে উলামা বিদ্বেষী কিছু মানুষ উলামায়ে কিরামের সঙ্গে হুবহু ঐ আচরণই করছে যা নবীদের শত্রুরা তাঁদের সঙ্গে করেছিলো। এ পরিস্থিতির পূর্ব পর্যন্ত যেসকল তাবলীগী ভাইদের মুখ থেকে ইকরামুল মুসলিমীন এবং উলামায়ে কিরামের তাজীমের বাণীসমূহ খৈ ফোটার মত ফুটতো, আজ উলামায়ে কিরাম তাঁদের দ্বীনী জিম্মাদারী পালনার্থে মাওঃ সাআদ সাহেবের ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রকাশ করায় সবকিছু পাণ্টে গেছে। কিছু সংখ্যক উলামা বিদ্বেষীরা এ অভিযোগ ও আপত্তি প্রচার করছে যে, উলামায়ে কিরাম তাবলীগ জামাতের নেতৃত্ব লাভের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মাওঃ সাআদ সাহেবের আক্বীদা-বিশ্বাস এবং মন্তব্যগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। মাওঃ সাআদ সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁরা মিথ্যাচার করছে। অথচ তার মন্তব্যগুলোর রেকর্ড সংরক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রচারিত। তারা এও বলে থাকে যে, মাওঃ সাআদ সাহেবের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণকারীরা প্রকৃত আলেম নয়। আবার এটাও বলে থাকে যে, উলামায়ে কিরামের মাথা ঠিক নাই। অথবা এগুলো পাগলামী কথা। এ ছাড়াও মাওঃ সাআদ সাহেবের প্রতি অতি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে তারা উলামায়ে কিরামকে পিটানো বা কটু কথা বলার হুমকি দেয়। অথচ তার আপত্তিকর কর্মকাণ্ডগুলোর ভ্রান্তি কুরআন-ছুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

এ পর্যন্তই শেষ নয়! বরং নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কিরামের গায়ে হাত তোলা, তাঁদেরকে অকথ্য ভাষায় গালী দেয়া, লাঞ্ছিত করা এবং পাকিস্তানপন্থী ও হিফাজতপন্থী বলে কোনঠাসা করার চেষ্টা করা সহ কোন কিছুই তারা বাদ রাখেনি। অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, উলামায়ে কিরামের সঙ্গে এ জঘন্য আচরণ তাদের দ্বারা ঘটছে যারা ঈমান-আক্বীদা এবং ইবাদাত-বন্দেগী শিখেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন আলেম থেকে। নবীর আদর্শ ও ছুন্নাত শিখেছে কোন না কোন আলেম থেকে। বসে প্রশ্নাব করা

আর ইস্তিঞ্জার তরিকা শিখেছে কোন না কোন আলেম থেকে। সন্তান জন্ম দানের ক্ষেত্রে যতটা অবদান ও কৃতিত্ব মাতা-পিতার রয়েছে, তাকে শিক্ষিত করে তোলার ততটাই কৃতিত্ব উস্তাদ ও গুরুজনের রয়েছে। মাতা-পিতার অবদান অস্বীকারকারী সন্তানের পরিচয় আর গুরুজনকে অস্বীকারকারী শিক্ষিত মানুষের পরিচয়ের মধ্যে মৌলিক কোন ব্যবধান নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো- শিক্ষাগুরুর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। উম্মাতের নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী জামাত উলামায়ে কিরামের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাঁদেরকে শত্রু না ভেবে উপকারী বন্ধু মনে করা। আল্লাহ তাআলা সকলকে আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝার ও মানার তৌফিক দান করুন।

-ঃ সমাপ্ত :-

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বইটি ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ফ্রী ডাউনলোডের জন্য এই ঠিকানায় ক্লিক করুন-

<https://imdadululum.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%83-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%86%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE/>

-ঃ সমাপ্ত ঃ-